ইউলিসিসের অনুবাদ চলমান রয়েছে। এখানে নবম অধ্যায় আগ্রহী পাঠকদের জন্য দেয়া হল।

## নবম অধ্যায়: সিলা এবং ক্যারিবডিস

তাঁর সহকর্মীদের সহজ করার জন্য গ্রন্থাগারিক টমাস উইলিয়াম লিস্টার, যিনি প্রটেস্ট্যান্টদের উপশাখা শান্তিবাদ ও সারল্যের সমর্থক কুয়েকার মতের অনুসারী, অমায়িকভাবে বলেন:

'আর আমাদের আছে, আছে না, বিলহেম মাইস্টারের লেখা অমূল্য পৃষ্ঠাগুলি। যেখানে মহান কবি গ্যটে এক বড়-ভাই-কবি শেক্সপিয়ার সম্পর্কে লিখেছেন। যিনি এক দ্বিধাগ্রস্ত প্রাণ, পরস্পরবিরোধী দোলাচল দ্বারা বিদ্ধ, যিনি এক সাগর সমস্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন, যেমন আমরা বাস্তব জীবনে দেখি।'

মলিন মেঝের উপর লিস্টার গ্যালিয়্যার্ড ধরনের নাচের ধাঁচে এক পদক্ষেপ সামনে যান, তাঁর চামড়ার জুতা ক্যাচ করে আওয়াজ করে, আবার তিনি অনুরূপ পদক্ষেপে পেছনে আসেন।

এক জন নীরব সহকারী দরজাটা একটু ফাঁক করে নীরবে তাঁর দিকে ইশারা করেন।

'এখনই আসছি,' বলে লিস্টার জুতার ক্যাচ আওয়াজ তুলে সহকারীর কাছে যেতে উদ্যত, অথচ অপেক্ষা করে বলেন, 'সেই অপূর্ব অক্ষম স্বপ্নদর্শী যিনি কঠোর বাস্তবতার মুখে সরাসরি ব্যর্থ হন। পাঠক মনে করতে পারেন গ্যটের বিচারবোধ সঠিক। সঠিক, বৃহৎ পরিসরে দেখতে গেলে।'

জুতায় দুটো ক্যাচক্যাচ আওয়াজ তুলে, ডান বাম, গ্যালিয়্যার্ড নাচের মতো, লিস্টার দরজার কাছে পৌঁছেন। টেকো, সর্বোচ্চ মনোযোগী, লিস্টার তাঁর বড় কান তাঁর সহকারীর শব্দের কাছে মেলে ধরেন: সহকারীর কথা শোনেন: তারপর চলে যান।

বাকি রইল দুই জন, স্টিভেন ভাবে।

'ফরাসি সৈনিক দো লা পালিচ সাহেব,' স্টিভেন অবজ্ঞাভরে একটি ফরাসি কৌতুক থেকে বলে, 'পাভিয়াতে ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় তার মৃত্যুর পনেরো মিনিট আগে জীবিত ছিল।'

'তুমি কি সেই ছয় ডাক্তারকে খুঁজে পেয়েছো,' জন এগলিন্টন অগ্রজ বন্ধুর বিরক্তিকর রসবোধ প্রকাশ করে বলেন, 'যারা তোমার মতো অন্ধ কবির নির্দেশনায় প্যারাডাইস লস্ট লিখবে?' এগলিন্টন ওই কাব্যকে *শয়তানের যত দুঃখ* বলে নাম দেন, যা ম্যারি করেল্লির উপন্যাসের নাম।

জন এগলিন্টন মুছকি হাসি হাসেন। আমার ইস্কুল-জীবনের বন্ধু ক্র্যানলির মতো করে, স্টিভেন ভাবে। স্টিভেন একটা কবিতা স্মরণ করে, যা বারাঙ্গনাদের মধ্যে জনপ্রিয়।

*কাতুকুতু দিয়ে সে বিসমিল্লা করে*
*হাতড়ানো শেষ হলে আসল কাজ ধরে*
*চিকন নালীটা সে ঢুকায় ধীরে ধীরে*

*সে যে ডাক্তার তা ভাবে ফিরে ফিরে*

*সে যে পুরনো রসিক ডাআ...*

'আমি মনে করি তোমার *হ্যামলেট* লেখার জন্য আর এক জন লাগবে,' এগলিন্টন বলেন। 'সাত সংখ্যাটা আধ্যাত্মিক মানুষদের কাছে প্রিয়। ইয়েটস যেমন সাত গ্রহকে বোঝানোর জন্য বলেছে জ্বলজ্বলে সাত।'

এগলিন্টনের চকচকে চোখযুক্ত লালচে বাদামি করোটি, তার সবুজ খাপের টেবিল-ল্যাম্পের কাছে আরও গাঢ় সবুছ ছায়ার নিচে, একটা দাড়িযুক্ত মুখ নিরীক্ষণ করে, যা উইলিয়াম রাসেলের, যিনি কবি, আর পবিত্র চোখ বিশিষ্ট। এগলিন্টন নিচু স্বরে হাসেন: ট্রিনিটি কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেদের হাসি: যার উত্তর আসে না। স্টিভেনের মাথায় খেলে যায় মিল্টনের দুটো লাইন আর দান্তের একটি লাইন।

*ইবলিশ, ঐকতানিক, কাঁদে বহু ক্রুশে চড়ে*

*একই অশ্রু দেবদূতের চোখ থেকে ঝরে।*

*পাছা তার তবলা আঙ্গলিতে নড়ে।*

আমার মাতলামিকে এগলিন্টন জিম্মি করে বসে আছে, স্টিভেন ভাবে।

এক কালের বন্ধু, স্টিভেন ভাবে, ক্র্যানলি মনে করে সে-সহ বারো জন মানুষ আয়ারল্যান্ডকে শত্রুমুক্ত করতে পারে, যার এগারো জনকে উইকলো জেলাতেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। স্টিভেন আরও স্মরণ করে ইয়েটসের নাটকের নায়িকা, সামনের দুই দাঁতের মাঝে ফাঁক বিশিষ্ট, ক্যাথলিন, তার বেহাত হয়ে যাওয়া চারটা ঘাসের মাঠ, যা আয়ারল্যান্ডের চারটি প্রদেশের প্রতীক, তার ঘরে অবস্থিত বাইরের লোক, যা ইংরেজের প্রতীক। আর এক জন, জুডাস, না ক্র্যানলি, যে জিশুকে ধরিয়ে দেয়ার আগে বলেছিল, সালাম প্রভু: আরে ওই রকম বারো জনতো টিনাহেলি বাজারেই পাওয়া যাবে। উপত্যকার ছায়ায় ক্র্যানলি বুঝি বাঁশি বাজিয়ে ওদের ডাকে। আমার আত্মার যৌবন আমি ক্র্যানলিকে দিয়েছিলাম, স্টিভেন মনে মনে বলে। পরে বলেছি, যা বাছা, তোকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলাম। তুই ভাল শিকার কর্।

মালিগানের কাছে আমার টেলিগ্রামখানা আছে।

ভুলগুলো। ক্রমাগত করে যাই।

'আমাদের নবীন আইরিশ কবিরা,' জন এগলিন্টন তিরস্কারের সুরে বলেন, 'এখনও স্যাক্সন ডাকাতদের বংশধর শেক্সপিয়ারের সৃষ্ট হ্যামলেটের মতো একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও আমি শেক্সপিয়ারের প্রতি অনুরক্ত, যেমন অনুরক্ত ছিল বৃদ্ধ বেন জনসন, আমার অনুরাগ অতি-প্রেম নয়।'

'এই প্রশ্নগুলি একেবারেই তাত্ত্বিক,' কবি রাসেল তাঁর কোনা থেকে মাথা তুলে দৈববাণীর মতো বলে উঠেন। 'মানে, হ্যামলেট শেক্সপিয়ার হোক, কিংবা রাজা প্রথম বা চতুর্থ জেমস হোক, কিংবা আমি হই, কিংবা আর্ল

অফ এসেক্স হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। জিশুর প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে পাদ্রিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা গির্জার উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। ইয়েটস থেকে ধার করে বলতে হয়, শিল্পের কাজ হল আমাদেরকে আকারহীন আধ্যাত্মিক নির্যাসসমূহের নতুন নতুন ধারণা দেয়া। কোনও শিল্পকর্ম সম্পর্কে মহত্তম প্রশ্ন হল, তা থেকে জীবন কত গভীর হয়ে স্ফূরিত হয়েছে? গুস্তাভ মুঘোর চিত্রকর্মগুলি হল নতুন ধারণার বিকাশ। শেলির কবিতার গভীরতার মতো হ্যামলেটের সংলাপগুলি আমাদের মনকে চিরন্তন প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত করে, প্ল্যাটোর বিশ্বজনীন চিন্তার মতো। হ্যামলেটের আর অবশিষ্ট যা কিছু আছে, তা হল ইস্কুলের বাচ্চাদের অনুমান, যা ইস্কুলের বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত।'

স্টিভেন স্মরণ করে মধ্যাহ্নভোজের আগে জে. জে. ও'মলয় তাকে বলেছিল, রাসেল নাকি এক আমেরিকান সাক্ষাৎকার গ্রহণকারিকে বলছিল, স্টিভেন রাসেলের কাছে যায় সচেতনতার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে। হায় ভগবান, স্টিভেন মনে মনে বলে, তার আগে দোজখের আগুন আমাকে আঘাত করল না কেন!

'শিক্ষকরা এক সময় ছাত্র ছিল,' স্টিভেন অনেক নরম হয়ে বলে। 'অ্যারিস্টটল এক সময় প্ল্যাটোর ছাত্র ছিল।'

'আর সে ছাত্রই রয়ে গেল, যার বেশি কেউ তার থেকে আশা করতে পারে না,' জন এগলিন্টন শান্তভাবে বলেন। 'তাকে তা-ই দেখা যায়, একটা সাধারণ ইস্কুল ছাত্র, বগলে সার্টিফিকেট ধরা।'

এগলিন্টন আবার হাসেন, রাসেলের স্মিতহাস্যরত দাড়িযুক্ত মুখের দিকে চেয়ে।

ধর্মীয় মতবাদ থিয়সফি'র নিরাকার আধ্যাত্মিক ঈশ্বর, স্টিভেন ভাবে। আরও গোঁড়া মতবাদ: পিতার জ্ঞান আর পবিত্র নিঃশ্বাসে পিতা পুত্রের সংযুক্তি। জিশুর দুই রূপ: সসীম ও অসীম, পবিত্র মানব, যাকে ওদের এক শাখা মনে করে ত্রিত্ববাদের তৃতীয় সত্তা। জিশু খ্রিস্ট, সৌন্দর্যের জাদুকর, দৈব জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে আমাদের ভেতরে কষ্ট ভোগ করে চলেছে। এটা সত্যিই ঈশ্বরের নমুনা। গীতা থেকে ধার করে বলা যায়: আমি বেদীর উপর আগুন। আমি বিসর্জনের ঘি।

থিয়সফি বিশ্বাসের অন্তর্গত গূঢ় রহস্যের সন্ধানে থাকা ব্যক্তিবর্গ: ডান্লপ, আর উইলিয়াম জাজ, যিনি সবার সেরা, যেমন মার্ক এন্টনির মতে ব্রুটাস সবার সেরা রোমান। আমাদের কবি রাসেল। থিয়সফি মতবাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন অ্যারভাল, যার নাম অনুক্ত, যা স্বর্গের উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তাদের গুরু তিব্বতের কুট হুমি, যার নাম থিয়সফির কঠোর অনুসারীদের জানা আছে। থিয়সফিস্টদের সংগঠন হোয়াইট লজের সদস্যগণ সদা তৎপর তাদের অসহায় সভ্যদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানোর জন্য। দোজখে যাওয়া জ্ঞানের প্রতীক সোফিয়া অনুতপ্ত হলে জিশু তাকে তার আলোর আর্দ্রতা দিয়ে খ্রিস্টান বানায়, আর তাকে তার ভগ্নি-জায়ার স্থান দেয়, আবার সেই আত্মিক কুমারীর গর্ভ থেকে জিশু জন্মলাভ করে, আবার সে কুমারীকে পাপমুক্ত করে বোধির চতুর্থ স্তরে পাঠায়।

বিশ্বাসের এ সব গূঢ় জ্ঞান সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সর্বসাধারণকে প্রথমে তাদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। ধনী ব্যবসায়ী মিসেস কুপার ওকলে থিয়সফির প্রবর্তক সন্ত হেলেনা পেত্রভ্না ব্লাভাটস্কির মৃত্যুর সময় তার শয্যাপাশে উপস্থিত থেকে ব্লাভাটস্কির বোধি লাভ প্রত্যক্ষ করে। তারা সর্বসাধারণের অন্তর্গত নয়।

ও মা! কোন শয়তান আমি! কী লজ্জার! স্টিভেন ভাবে, আর তার মা'র শেষ সময়ের কথা স্মরণ করে। তোমার উচিত নয়, ম্যাডাম, একেবারেই না, যখন কোনও ভদ্রমহিলা বোধি লাভ, থুক্কু, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তার দিকে তাকানো।

গ্রন্থাগারের সহকারী পরিচালক বেস্ট সাহেব প্রবেশ করেন; তিনি লম্বা, তরুণ, ভদ্র, হালকা চুল বিশিষ্ট। তাঁর হাতে একটা নোটবুক, যা নতুন, বড়, পরিষ্কার, উজ্জ্বল।

'কথিত সেই আদর্শ ইস্কুল ছাত্রের কাছে,' স্টিভেন বলে, 'পরকাল নিয়ে হ্যামলেটের নিজের রাজকীয় আত্মা সম্পর্কে চিন্তাকে মনে হবে অসম্ভব, গুরুত্বহীন এবং সাদামাটা স্বগতোক্তি, পরকাল নিয়ে প্ল্যাটোর অগভীর চিন্তার মতোই।'

ভ্রূকুটিরত জন এগলিন্টন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন:

'কসম খেয়ে বলছি কেউ যদি অ্যারিস্টটলকে প্ল্যাটোর সাথে তুলনা করে, রাগে আমার রক্তে আগুন ধরে যায়।'

'বলুনতো ওদের দুজনের মধ্যে কে,' স্টিভেন জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে প্ল্যাটোর রিপাবলিক থেকে বিতাড়িত করত?'

তোর ক্ষুরধার অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিসম্বলিত সঙ্গায়নের পদ্ধতি বের কর্, স্টিভেন নিজেকে বলে। প্ল্যাটোর মতে সকল ঘোড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যই ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য। থিয়সফিস্টরা তাদের বিশ্বাসের সাত পৃথিবী আর মহাকালকে পূজা করে। ঈশ্বর: আছে হাজির এমনকি রাস্তায় মানুষের হইচইতে: বলে অ্যারিস্টটলের দর্শন। যার মতে শূন্যস্থান দিয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি চোখ পর্যন্ত পৌঁছলে আমরা বস্তুটাকে দেখি। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার চেয়েও ছোট শূন্যস্থান দিয়ে প্রতিচ্ছবিগুলি অনন্তের পানে ধাবমান, যার মধ্যে বৃক্ষ ও প্রাণির এ পৃথিবী কেবলই একটা ছায়া। বর্তমানে থাকি, স্টিভেন নিজেকে বলে, যার মধ্য দিয়ে সব ভবিষ্যৎ অতীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

অমায়িকভাবে বেস্ট সাহেব তাঁর সহকর্মী গ্রন্থাগারিক লিস্টারের দিকে এগিয়ে আসেন।

'হেইন্স চলে গেছে,' তিনি বলেন।

'তা-ই কি?' গ্রন্থাগারিক লিস্টার বলেন।

'আমি তাকে জুবেইনভিলসের লেখা The Irish Mythological Cycle and Celtic Mythology বইটা দেখাই,' বেস্ট বলেন। 'সে হাইডসের Love Songs of Connacht বইটার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী,

আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনাদের আলোচনা শোনার জন্য আমি তাকে এখানে আনতে পারলাম না। সে গিল'সে গেছে হাইডসের বইটা কেনার জন্য।'

স্টিভেন হাইডসের কবিতার প্রথম স্তবক স্মরণ করে।

*ওগো আমার ছোট্ট বই, দ্রুত আগে বাড়ো*

*উদাসীন পাঠকের হাত ধরে নাড়ো।*

*এ পচা লেখা, আমি বুঝি, বড় অনিচ্ছায়, ভ্রমর!*

*লিখেছি আমি ইংরেজিতে, এক নগণ্য ভাষা আর বড় অমনোহর।*

'আমাদের জলাশয়গুলি থেকে বের হওয়া কয়লার ধোঁয়া হেইন্সের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে,' জন এগলিন্টন মত দেন।

বিলাতে আমরা মনে করি, হেইন্স এ ভাবে বলেছিল, স্টিভেন স্মরণ করে। বেটা অনুতপ্ত চোর। চলে গেল। আমি ওর সিগারেটে টান দিয়েছি। চকচকে সবুজ পাথর: আয়ারল্যান্ড। সমুদ্র-আংটিতে বসানো এক টুকরা পান্না।

'মানুষ জানে না প্রেমের গানগুলি কত ভয়ানক হতে পারে,' রাসেলের থিয়সফিক আহ্বান স্টিফেনকে গূঢ়ভাবে সতর্ক করে। 'পৃথিবীতে বিপ্লব সংঘটিত করা আন্দোলনগুলি পাহাড়ের ধারের কৃষকদের হৃদয়ের স্বপ্ন আর দূরদৃষ্টি থেকে জন্মলাভ করেছে। তাদের কাছে পৃথিবী শোষণের ভূমি নয়, বরং এক প্রাণবন্ত মা। শিক্ষায়তনের বিশুদ্ধ পরিবেশ শুধু ছয় শিলিঙের উপন্যাস আর মিউজিক হলের গানেরই জন্ম দেয়। প্রতীকীবাদী কবি মালার্মে দিয়ে ফ্রান্স নষ্ট শিল্পের সর্বোচ্চ উদাহরণ তৈরি করে, অথচ আরাধ্য জীবন শুধু সরল মানুষের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন হোমারের বর্ণিত ভোগসুখবাদী ফেয়েশিয়ানদের জীবন।'

রাসেলের কথা শেষ হলে বেস্ট সাহেব তাঁর নিরীহ মুখখানা স্টিভেনের দিকে ঘোরান।

'তুমি হয়তো জানো না,' তিনি বলেন, 'মালার্মে ওই চমৎকার গদ্যকবিতাগুলি লেখে যেগুলি প্যারিসে স্টিভেন ম্যাককেনা প্রায়ই আমাকে পড়ে শোনাত। হ্যামলেটের উপর ওই কবিতাটা। ম্যাককেনা বলে: *সে হাঁটে, তার উপর লেখা বই থেকে পড়ে পড়ে,* তুমি জানো না, *নিজের উপর লেখা বই পড়ে পড়ে।* সে এক ফরাসি শহরে হ্যামলেটের মঞ্চায়নের বর্ণনা করে, তুমি জানো না, একটা মফস্বল শহরে। ওরা ওটা প্রচার করেছিল।'

বেস্ট সাহেব তাঁর মুক্ত হাত দিয়ে বাতাসে সাবলিলভাবে ছোট ছোট আঁক দেন।

**হ্যামলেট**

**অথবা**

**বিক্ষিপ্তচিত্ত শেক্সপিয়ার নাটক**

বেস্ট সাহেব জন এগলিন্টনের নতুন ভ্রূকুটির সামনে দ্বিতীয় বার বলেন:

'শেক্সপিয়ারের লেখা নাটক, আপনি জানেনতো। এটা এত বেশি ফরাসি। ফরাসি দৃষ্টিভঙ্গি। হ্যামলেট অথবা...'

'ইংরেজ কিপলিংয়ের *অন্যমনস্ক ভিখারী* বোয়ার যুদ্ধের জন্য অনেক টাকা তুলেছে,' স্টিভেন শেষ করে।

জন এগলিন্টন হাসেন।

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই,' এগলিন্টন বলেন। 'ফরাসিরা চমৎকার মানুষ, সন্দেহ নাই, কিন্তু তারা কিছু বিষয়ে হতাশাব্যঞ্জকভাবে অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন।'

মালার্মের ভাষায় *হ্যামলেট* নাটক হল খুনের জমকালো আর স্থবির অতিরঞ্জণ।

'রানী এলিজাবেথের যুগের ঔপন্যাসিক রবার্ট গ্রিন বলেছে শেক্সপিয়ার হল আত্মার খুনি,' স্টিভেন বলে। 'আসলেতো তা-ই। শেক্সপিয়ার ছিল এক কসাইয়ের ছেলে যে হাতের মধ্যে থুথু মেখে কসাইয়ের ছুরি ঘোরাত। হ্যামলেটে সে এক খুনের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নয় খুন ঘটিয়েছে। এক পিতার জন্য, সেই পিতা, যার আত্মা এখন শুদ্ধিস্থানে, বাইবেলে যেমন বলেছে। আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধে খাকি ইউনিফর্ম পরা ইংরেজ হ্যামলেটরা যখন গুলি চালায় তখন তাদের হাত কাঁপে না। হ্যামলেটের পঞ্চম অঙ্কের রক্তঝরা দৃশ্য হল বোয়ার যুদ্ধের ঘাতাগারগুলির ভবিষ্যদ্বাণী যা সুইনবার্ন তার কবিতায় প্রশংসা করেছেন।'

ক্র্যানলি আর তার সহকারী হিসাবে আমি দূর থেকে বোয়ার যুদ্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছি, স্টিভেন মনে মনে বলে। সুইনবার্ন লিখেছে:

*শত্রুর নারী ও শিশুদের আমরা ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করেনি...*

ইংরেজের হাসিমাখা মুখ আর আমেরিকানের উচ্চ ক্রন্দন, স্টিভেন ভাবে। একটা ইবলিশ আর একটা নীল সমুদ্র। হোমারের দুই সমুদ্র দৈত্য: সিলা আর ক্যারিবডিস।

'স্টিভেন হ্যামলেটকে একটা ভূতের গল্প হিসাবে পেলে বোধ হয় বেশি খুশি হত,' জন এগলিন্টন বেস্ট সাহেবের পক্ষ নিয়ে বলেন। 'স্টিভেন আমাদের পেশিতে তেমন করে খিঁচনি ধরাতে চায়, যেমন করে পিকউইক পেপার্স-এর মোটা ছেলেটা এক মায়ের পেশিতে খিঁচুনি ধরাতে চেয়েছিল মায়ের কাছে তার মেয়ের অবৈধ সহবাসের বর্ণনা দিয়ে।'

স্টিভেনের কানে বাজে হ্যামলেটের পিতার ভূতের কণ্ঠ: শোনো! শোনো! ওরে শোনো!

আমার দেহের প্রতিটা কোষ শোনে, আমার পিতার কথা, স্টিভেন নিজেকে বলে: শুনে আমার পেশি কাঁপে।

*যদি তুই কখনও*...এ কার কণ্ঠ? হ্যামলেটের পিতার, না আমার পিতার।

‘ভূত জিনিসটা কী?’ স্টিভেন কম্পমান শক্তি দিয়ে বলে। ‘যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, মৃত্যুর মাধ্যমে, নয়তো অনুপস্থিতিরি মাধ্যমে, অথবা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে। স্ট্র্যাডফোর্ড-অন-অ্যাভন থেকে রানী এলিজাবেথের যুগের লন্ডনের যে পার্থক্য, আজ কুমারী ডাবলিন থেকে নষ্ট হওয়া প্যারিসের সেই পার্থক্য। দোজখের ভাল জায়গা থেকে ফিরে আসা কে এই ভূত, যে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে যখন পৃথিবী তাকে ভুলে গেছে? কে সেই রাজা হ্যামলেট?’

স্টিভেনকে বোঝার জন্য জন এগলিন্টন তাঁর লম্বা দেহটা সরিয়ে চেয়ারে হেলান দেন।

তিনি দেহ সোজা করে মাথা উঁচু করেন।

‘মধ্য জুনের এক দিনের এই সময়ে সেটা হয়েছিল,’ স্টিভেন বলে, ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে অন্যদের কানের মনোযোগ চেয়ে। ‘টেমস নদীর তীরে গ্লোব থিয়েটার-বাড়ির উপর পতাকা তোলা হয়। কাছে প্যারিস গার্ডেনে কুকুরের সাথে লড়াইয়ের জন্য আটকে রাখা বিখ্যাত স্যাকারসন নামক ভাল্লুকটা তার খাঁচায় গোঁগোঁ করে। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের সাথে সমুদ্র থেকে ফিরে আসা নাবিকরা সসেজ চিবায় আর অন্য দর্শকদের সাথে ভাল্লুকটাকে দেখে।’

হ্যামলেটের উপর লেখা ব্র্যান্ডিসের বইয়ের একটা অধ্যায়ের নাম ছিল স্থানীয় রং, স্টিভেন মনে মনে বলে। যা কিছু জানি সব জড়ো করে তর্কটা তুলি। সক্রেটিসের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ওদের পরাস্ত করি।

‘ক্যাথলিকদের ভয়ে ফ্রান্স থেকে পালানো প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ক্রিস্টোফার মাউন্টজয়ের সিলভার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বের হয়ে শেক্সপিয়ার রাজহাঁসের পাল পাশে রেখে নদী-তীর বরাবর হাঁটে। বরাবর যেমন করত, ওই রাজহংসীটা, যে বাচ্চাগুলিকে নলখাগড়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তাকে রুটি খাওয়ানোর জন্য সে দিন সে থামেনি। অ্যাভনের রাজহংস, যা বেন জনসনের দেয়া উপাধি, মনে মনে অন্য চিন্তা করছিল।’

অকুস্থলের পরিপূর্ণ দৃশ্য: ইসা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ইগনাশিয়াস লয়োলার শেখানো ধ্যান প্রয়োগ করে সব কিছুর প্রাণবন্ত বর্ণনা দিতে হবে, স্টিভেন ভাবে। ফাদার লয়োলা, আমাকে সাহায্য করো!

‘নাটক শুরু হয়। ত্রিপলের ছায়ার নিচে এক অভিনেতা আসে, রাজদরবারের কর্মচারির ফেলে দেয়া ধাতব পাত বসানো লম্বা কোট পরে, সুঠামদেহী, নিচু স্বরের মানুষ। এটাই ভূত, রাজা, আসলে সাবেক রাজা, আর অভিনেতা হল শেক্সপিয়ার নিজে, যে তার জীবনের ওই কয়েক বছর হ্যামলেট অধ্যয়ন করেছে ভূতের চরিত্রটা ঠিক করে করার জন্য, যা ব্যর্থ হয়নি। সে সংলাপ ছাড়ে রিচার্ড বারবেজের দিকে, তরুণ অভিনেতা যে পাতলা কাপড়ে মোম ঘষে মেঘের মতো তৈরি করা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। ভূত বারবেজকে নাম ধরে সম্বোধন করে:

‘*হ্যামলেট, আমি তোমার পিতার প্রেত,*

‘আর তার কথা শোনার আহ্বান জানায়। সে কথা বলে পুত্রের সাথে, তার আত্মার পুত্র, রাজকুমার, সে কথা বলে তরুণ হ্যামলেটের প্রতি আর তার নিজের সন্তানের প্রতি, যার নাম হ্যামনেট শেক্সপিয়ার, যে এগারো বছর বয়সে স্ট্র্যাটফোর্ডে মারা গিয়েছিল, যার নাম পিতা অমর করবে।

‘এ কি সম্ভব অভিনেতা শেক্সপিয়ার, ছদ্মবেশী ভূত হয়ে আর লোহার-শার্ট-পরা-মৃত্যুতে-ভূত-হওয়া-কবরে-শোয়া ড্যানিশ রাজার বেশে, নিজের কথা বলছে তার নিজের পুত্রের উদ্দেশ্যে (হ্যামনেট শেক্সপিয়ার বেঁচে থাকলে সে হয়তো রাজকুমার হ্যামলেটের জমজ ভাই হত), এটা কি সম্ভব, আমি জানতে চাই, সে হয়তো ওই অনুমানগুলির যৌক্তিক উপসংহার টানেনি বা দেখতে পায়নি: তুমি হলে অধিকারচ্যুত পুত্র, আমি খুনকৃত পিতা, তোমার মা হল দোষী রানী, অ্যান শেক্সপিয়ার, যার গোষ্ঠীর নাম ছিল হাথওয়ে?’

‘কিন্তু এক জন মহৎ মানুষের পরিবারকে এ ভাবে কাটাছেঁড়া করা,’ রাসেল অধৈর্য হয়ে শুরু করেন।

তুমি এখনও আছো, সত্যবাদী? স্টিভেন মনে মনে বলে, হ্যামলেটকে নকল করে, যেন রাসেল নিজেই একটা ভূত।

‘যা শুধু পাদ্রিদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক,’ রাসেল বলে যান। ‘আমি বলতে চাই, আমরা তাদের নাটকগুলি পেয়েছি। বলতে চাই আমরা যখন কিং লিয়ারের পদ্যে হারিয়ে যাই তখন কবি কীভাবে জীবন যাপন করলেন তাতে আমাদের কী আসে যায়? জীবন যাপনের কথা যদি বলো, আমাদের ভৃত্যরা তা আমাদের হয়ে করতে পারে, যেমন ফরাসি কবি ও নাট্যকার ভিলিয়ে দো লা আদম বলে গেছেন। উঁকি মেরে আর কান পেতে সাজঘরে বসা হাল আমলের নট-নটিদের খোশগল্প শোনা, কবির পানের অভ্যাস, কবির ঋণের বোঝা। আমাদের কিং লিয়ার আছে: আর তা অমর।’

রাসেল বেস্ট সাহেবের দিকে সনির্বন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর বেস্ট সাহেব হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়েন।

স্টিভেন স্মরণ করে রাসেলের নাটকের একটা লাইন:

*শেষ প্লাবন, বয়ে যা, বয়ে যা কলহরত বীরদের উপর, তোর ঢেউ দিয়ে, তোর পানি দিয়ে, আমাদের আইরিশ মানানান, গ্রিকদের পসাইডন...*

এখন কী হবে, জাদু, স্টিভেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, ওই টাকাটা যেটা রাসেল তোমাকে ধার দিয়েছিল, যখন তুমি ক্ষুধার্ত ছিলে?

কুমারী ম্যারির কসম, আমার টাকাটা দরকার ছিল।

এই স্বর্ণ মুদ্রাটা নাও, রাসেল বলেছিল।

এখন ওইখানে যাও! রাসেল তামাসা করে বলেছিল। সত্যি তা-ই করেছিলাম। স্টিভেন নিজেকে বলে, তুই ওটার প্রায় সবটা পাদ্রির মেয়ে দেহপসারিনী জর্জিনা জনসনের বিছানায় খরচ করেছিস। বিবেকের দংশনে ভুগেছিস।

তুই কি সেই মুদ্রা ফেরত দিতে চাস?

অবশ্যই।

কখন? এখন?

তা... না।

তাহলে কখন?

আমি আমার ঋণ পরিশোধ করেছি, আমি আমার ঋণ পরিশোধ করেছি, ডিইজি যেমন বলেছিল।

শান্ত হ, স্টিভেন নিজেকে বলে। রাসেল হল বয়েন নদীর ওপারে ইংরেজের সমর্থক লুরগ্যান জেলা থেকে আসা মানুষ। আয়াল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব কোনা থেকে। স্টিভেন, তুই ওর কাছে ধারে আছিস।

আছি ঠিকই। কিন্তু পাঁচ মাস আগে নিয়েছি। আমার সব কোষ বদলে গেছে। আমি এখন এক নতুন স্টিভেন। পুরনো স্টিভেন ধার করেছিল।

থামো, থামো, হ্যামলেট যেমন পোলোনিয়াসকে বলেছিল।

কিন্তু আমি, অ্যারিস্টটলের বর্ণনায় যা আসল বস্তু, অনেক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত এক জটিল বস্তু, তবে স্মৃতিই সত্য যেহেতু আমার দেহ নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

আমি যে পাপ করেছি, প্রার্থনা করেছি, রোজা রেখেছি।

আমি এক শিশু যাকে ফাদার কনমি বেতের বাড়ি থেকে রক্ষা করেছিল।

অ্যারিস্টটলের আমি, আমি এবং আমি। আমি। আত্মার অবিচল প্রবাহ। দেহের নয়।

রাসেল, আমি তোমার কাছে ঋণী, স্টিভেন মনে মনে বলে।

'তুমি কি তিন শতাব্দী ধরে চলা সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে যেতে চাও?' জন এগলিন্টনের ছিদ্রান্বেষী কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করে। 'অ্যান শেক্সপিয়ারের ভূত অন্তত কবর দেয়া আছে চিরদিনের জন্য। জন্মগ্রহণ করার আগেই সে মরেছে, অন্তত সাহিত্যের জন্য তা সত্য।'

'অ্যান মরেছে,' স্টিভেন সমুচিত জবাব দেয়, 'নিজের জন্মের সাতষট্টি বছর পর। সে তার স্বামীর জন্ম দেখেছে, মৃত্যুও দেখেছে। সে চারণের প্রথম প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ করে। সে চারণের সন্তানের জন্ম দেয়। সে মৃত্যুশয্যায় শয়নরত স্বামীর চোখের পাতা বন্ধ করে, গ্রিকরা যেমন করত চোখের উপর ধাতব মুদ্রা রেখে।'

মায়ের মৃত্যুশয্যা, স্টিভেন স্মরণ করে। প্রদীপ শিখা। মার ঘরের আয়না পর্দা দিয়ে ঢাকা যাতে আয়নাটার উপর ভূতের ছায়া না পড়ে। যে আমাকে পৃথিবীতে এনেছিল সে সেখানে শুয়ে ছিল, ব্রোঞ্জ রঙের চোখের পাতার আড়ালে, শস্তা ফুলের নিচে। দরজার বাইরে প্রার্থনা চলছিল: *লিলি ফুলের ন্যায় পবিত্র পাপস্বীকারকারিনীর দল তোকে ঘিরে থাকুক।*

আমি একাকি কেঁদেছি।

জন এগলিন্টন তাঁর প্রদীপের জট পাকানো শিখাগুলির দিকে তাকান।

'পৃথিবী বিশ্বাস করে শেক্সপিয়ার বয়স্কা অ্যানকে বিয়ে করে ভুল করেছে,' তিনি বলেন, 'আর মৃত্যুর মাধ্যমে সেই ভুল থেকে সে যত তাড়াতাড়ি আর যত ভাল করে সম্ভব মুক্ত হয়েছে।'

'এটা কী বললেন!' স্টিভেন রূঢ়ভাবে বলে। 'প্রতিভাবান মানুষ কোনও ভুল করে না। তার ভুল ইচ্ছাকৃত, যা তার আবিষ্কারের দরজা।'

আবিষ্কারের দরজা খোলে, গ্রন্থাগারিক টমাস লিস্টারকে ভেতরে আসতে দেয়ার জন্য, নরম ক্যাচক্যাচ পায়ে, টেকো, কান খোলা, নিষ্ঠাবান লিস্টার।

'একটা ঝগড়াটে খানকি যে,' জন এগলিন্টন চাতুর্যের সাথে বলেন, 'আবিষ্কারের দরজা হিসাবে কোনও কাজের নয়, এটা যে কেউ কল্পনা করতে পারে। খাণ্ডারি জানথিপ্পে থেকে সক্রেটিস কোন্ দরকারি আবিষ্কার শিখেছিল?'

'তর্কশাস্ত্র,' স্টিভেন উত্তর করে, 'আর তার ধাত্রী মায়ের কাছ থেকে শিখেছিল কী করে পৃথিবীতে নতুন নতুন ধারণার জন্ম দিতে হয়। তার অন্য স্ত্রী, মিত্রো বা কী নাম যেন, থেকে যা সে শিখেছিল, অসক্রেটিসীয় সত্য প্রেম, তা কোনও নারী বা পুরুষ কখনও জানতে পারবে না। তবে ধাত্রী মায়ের বিদ্যা বা দজ্জাল বৌয়ের তর্কজ্ঞান তাকে এথেন্সেরে ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত থেকে বা তাদের দেয়া হেমলকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।'

'কিন্তু অ্যান হাথওয়ে?' বেস্ট সাহেব অন্যমনস্কভাবে শান্ত কণ্ঠে বলেন। 'হ্যাঁ, মনে হয় আমরা তাকে ভুলে যাচ্ছি, যেমন শেক্সপিয়ার নিজেই তাকে ভুলে গিয়েছিল।'

বেস্ট সাহেবের চোখ মনমরা রাসেলের দাড়ি থেকে ছিদ্রান্বেষী এগলিন্টনের খুলির উপর ঘোরে, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে, তাঁদের তিরস্কার করতে, যদিও কঠোরভাবে নয়, তারপর বেস্ট সাহেবের চোখ যায় গোলাপি টাকের আপেলের মতো, গ্রন্থাগারিক লিস্টারের ওপর, যে নির্দোষ অথচ কুয়েকার বিশ্বাসের কারণে সন্দেহের শিকার।

'শেক্সপিয়ারের ছিল সস্তা রসবোধ,' স্টিভেন বলে, 'আর ক্ষীণ স্মরণশক্তি। যখন সে বাড়ি ছেড়ে লন্ডনের বন্ধুর পথে পা ফেলে, তখন তার হাতে থলে ভর্তি 'স্মৃতি' আর কণ্ঠে গুনগুন সুর: *যে মেয়েকে আমি ফেলে এসেছি।*

সেই মেয়ে তার স্ত্রী অ্যান। ভূমিকম্পের বছর লেখা ওই সামান্য তথ্যের পরিবর্তে যদি কবিতাটা রচনার নির্দিষ্ট তারিখ জানা যেত, তবে আমরা জানতে পারতাম কোথায় সেই খরগোশটা ছিল, কোন গর্তে আরাম করে বসা, কখন কুকুরগুলি আর্তনাদ করেছিল, কেমন ছিল সাজানো লাগাম আর নীল জানালা। সেই স্মৃতি, যা আসলে শেক্সপিয়ারের ওই কবিতাটা, যার নাম *ভেনাস এন্ড অ্যাডোনিস*, লন্ডনের সকল কামকাতর আর প্রেমাকাঙ্ক্ষী তরুণীর শয়নকক্ষে যা একটা করে পাওয়া যেত। *টেমিং অফ দ্যা শ্রু* নাটকের বদমেজাজি ক্যাথেরিন কি কদাকার ছিল? হর্টেনসিও তাকে তরুণী আর সুন্দরী বলে বর্ণনা করেছে। আপনাদের কি মনে হয় *অ্যান্টনি এন্ড ক্লিয়োপেট্রার* আবেগপ্রবণ তীর্থযাত্রী-সেই-লেখকের চোখ তার ঘাড়ের উপর যে, সে ওয়ারেকশারের সবচেয়ে কুৎসিত পেত্নীকে বেছে নেবে ঘুমানোর সঙ্গী হিসাবে? কথা সত্য যে সে অ্যানকে ত্যাগ করেছে, আর বিনিময়ে পৃথিবীর পুরুষদের জয় করেছে। তার নাটকের সব নারী চরিত্র পুরুষরাই ফুটিয়ে তুলেছে। তাদের চিন্তা, সংলাপ, সব কিছু পুরুষ থেকে ধার করা। সে কি অ্যানকে ভুল করে বেছে নিয়েছিল? এটাইতো মনে হয় যে, অ্যানই তাকে বেছে নিয়েছিল। সে বড়জোর উকিল ছিল আর অ্যান ছিল বিচারক। মুষ্কের কসম, অ্যানকেই দোষ দিতে হয়। কামোগ্রা ছাব্বিশ বছরের অ্যান আঠারো বছরের উইলিয়ামের কাছে সব খুলে দেয়। ধূসর-চোখের দেবী ভেনাস, যে শিশু অ্যাডোনিসের উপর ঝুঁকে পড়ে, নরম হয় জয় করার জন্য, মন্থনের সূচনা হিসাবে, স্ট্র্যাডফোর্ডের চটকদার মেয়ে ভুট্টা ক্ষেতে অল্পবয়সী প্রেমিকের সামনে নিজেই চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিল।'

দেখি আবার কখন আমার কথা বলার পালা আসে, স্টিভেন ভাবে।

তবে আমি প্রস্তুত থাকি!

'ওটা ছিল গম ক্ষেত,' বেস্ট সাহেব বলেন মুখ উজ্জ্বল করে, সানন্দে, আর তাঁর নতুন নোটবুকটা তুলে ধরে।

বেস্ট প্রথমে গুনগুন করেন এবং পরে মুখোজ্জ্বল আনন্দে সকলের উদ্দেশ্যে *অ্যাজ ইউ লাইক ইট* কমেডি থেকে আবৃত্তি করেন:

*এই বিস্তৃত গম ক্ষেতের মাঝে*

*এই সব সুন্দর গ্রামবাসী ঘুমাবে।*

স্টিভেন ভাবে: রাজকুমার প্যারিস আফ্রোদিতেকে সুন্দরী নির্বাচিত করে খুশি করল, আথিনা আর হিরাকে হারিয়ে দিয়ে। বিনিময়ে আফ্রোদিতে প্যারিসকে ট্রয়ের হেলেনকে দিয়ে খুশি করল। ফলাফল: ত্রোজান যুদ্ধে প্যারিসের পিতা রাজা প্রায়ামের ধ্বংস।

লোমযুক্ত দেশীয় স্যুট পরা সময়ানুবর্তী রাসেলের লম্বা কাঠামো তার ছায়াচ্ছন্ন জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ায় আর সবাইকে সম্প্রীতিসূচকভাবে তার ঘড়ি দেখায়।

'দুঃখিত। আমাকে হোমস্ট্যাড ম্যাগাজিনের কার্যালয়ে যেতে হবে।'

কোথায় যাচ্ছে সে? স্টিভেন নিজেকে বলে। যেখানে সে সুবিধা করতে পারবে।

'চলে যাচ্ছেন?' জন এগলিন্টন সক্রিয় ভ্রূজোড়া উপরে তুলে বলেন। 'রাতে জর্জ মুরের বাসায় আমাদের দেখা হচ্ছে তো? পাইপার আসবেন।'

'পাইপার!' বেস্ট সাহেব বলেন। 'পাইপার কি ফিরে এসেছেন?'

স্টিভেন স্মরণ করে একটা কড়া ছড়া: পিটার পাইপার পাড়ার পাণ্ডা পাঁঠার প্রথম প্রবাদ পড়ে প্রভুর পায়ে পড়ে।

'মনে হয় না আমি আসতে পারব,' রাসেল বলেন। 'বিস্যুদবারতো। আমাদের থিয়সফিস্টদের মিটিং আছে। যদি আমি সময়মতো বের হতে পারি।'

ডসন ভবনে থিয়সফিস্টদের সভাকক্ষ, স্টিভেন চিন্তা করে থিয়সফির সমন্বিত তত্ত্ব: সব ধর্ম এক। উদঘাটিত আইসিস: ওদের গুরু ব্লাভাটস্কির লেখা টেক্সটবুক। ব্লাভাটস্কির মতে পালি-সংস্কৃত মেসোপটেমিয়ার ভাষা, যার পুরাণ সকল ধর্মগ্রন্থের জন্ম দিয়েছে। যা থেকে কিছু আইরিশ কবি সুবিধা নিয়েছে। ছাতার নিচে পায়ের উপর পা তুলে বসে মহাবৈশ্বিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল যে ঈশ্বর আজটেক ধর্মকে মহিমা প্রদান করে, সে ঈশ্বর সবার গুরু, উচ্চাত্মা। তার চারপাশে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বিশ্বস্ত তপস্বীরা আলোর জন্য অপেক্ষা করে। স্বল্প পরিচিত আইরিশ জ্ঞানী লুইস এইচ. ভিক্টরি। কবি কলফিল্ড ইরউইন। কামজাগানিয়া অপ্সরারা তপস্বীদের দিকে মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাদের তৃতীয় চক্ষু তথা পরম সুখের আধারে আলো জ্বালায়। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হয়ে ঈশ্বর ঈশ্বরের আসনে বসে, যেন কলাগাছের নিচে গৌতম বুদ্ধ। আত্মা সকল আত্মার প্রক্ষেপক ঈশ্বরের কাছে ফিরতে অপেক্ষমান। পুরুষের আত্মা, নারীর আত্মা, আত্মার সমুদ্র। যেখানে রুদ্ধ কান্না ধরে রেখে আত্মারা ঘোরে, ঘুরতে থাকে, কেঁদে চলে, যেন দান্তের সৃষ্টি নরকের ঝড়ে। লুইস এইচ. ভিক্টরির কবিতা:

*আদর্শ অপরিহার্য তুচ্ছতায়*

*বছরের পর বছর বাস করেছে এক নারী-আত্মা এই পেশির খাঁচায়।*

'শুনতে পাচ্ছি আমাদের সামনে নাকি একটা সাহিত্যিক চমক অপেক্ষা করছে,' কুয়েকার গ্রন্থাগারিক লিস্টার বলেন, বন্ধুসুলভ এবং আন্তরিকভাবে। 'গুজব চলছে রাসেল সাহেব আমাদের তরুণ কবিদের অনেকগুলি কবিতা নিয়ে একটি সঞ্চয়িতা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমরা কবিতাগুলি পড়ার জন্য মুখিয়ে আছি।'

উদ্বেগের সাথে লিস্টার যেখানে প্রদীপের আলো কোনাকার হয়ে পড়েছে সেখানে চোখ ফেলেন। ওখানে তিনটা মুখ আলোকিত, উজ্জ্বল।

এটা দেখে রাখ্, স্টিভেন নিজেকে বলে। এই দৃশ্য মনে থাকে যেনো।

স্টিভেন তার দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরা তার হাতের লাঠির মাথায় টাঙানো জীর্ণ খালি প্রশস্ত টুপিটার দিকে দেখে। আমার হেলমেট আর আমার তলোয়ার, স্টিভেন ভাবে। স্পর্শে প্রাপ্ত তথ্যের সমস্যা: অ্যারিস্টটলের পরীক্ষণ: দুই তর্জনি দিয়ে হালকাভাবে ধরো। একটি না দুটি? অ্যারিস্টটলের দর্শন: একই জিনিসের একই বিষয়ের উপর মাত্র একটি বৈশিষ্ট থাকতে পারে। কাজেই একটা টুপি হল একটা টুপি।

শোন্, স্টিভেন নিজেকে বলে।

কবি ইয়াং কলম এবং কবি স্টার্কি, স্টিভেন ভাবে। সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী জর্জ রবার্টস টাকাপয়সার ব্যাপারটা দেখছে। সম্পাদক লংওয়র্থ *ডেইলি এক্সপ্রেস* পত্রিকায় একটা চটকদার পর্যালোচনা প্রকাশ করবে। নাকি করবে না? কলমের *মেষ-চালক* কবিতাটা আমার ভাল লেগেছিল। হ্যাঁ, আমি মনে করি ওর ওই অদ্ভুত জিনিসটা, মানে, প্রতিভা আছে। আসলে কি তা সত্যি? ইয়েটস কলমের ওই লাইনটা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল: *যেন তা জংলি পৃথিবীতে গ্রিসের এক ফুলদানি।* ইয়েটস কি আসলে তা করেছিল? এগলিন্টন রাসেলকে বলেছে, আশা করি আপনি রাতে আসতে পারবেন। মালাকাই মালিগানও আসছে। জর্জ মুর মালিগানকে বলেছে হেইন্সকেও সাথে নিতে। তুই কি মুর আর মার্টিনকে নিয়ে কবি সুসান মিচেলের চুটকিটা শুনেছিস? মুর হল মার্টিনের পাগলা রূপ। খুব চৌকস, নয় কি? তারা দুই জন আমাদেরকে ডন কিহৌতি আর সানচো পানজার কথা মনে করিয়ে দেয়। ডক্টর সিগেরসন বলে স্প্যানিশ ডন কিহৌতির মতো আয়ারল্যান্ডের কোনও জাতীয় মহাকাব্য এখনও লেখা হয়নি। মুরের পক্ষে তা লেখা সম্ভব। সে ডাবলিনের নাইট, মুখে অনুতাপের ছাপ। জাফরান রঙের ঘাগরা পরা? না কি ভাষাবিদ ও'নিল রাসেল ওই কাজের যোগ্য? আইরিশ মহাকবিকে নিশ্চয়ই মহতী আইরিশ ভাষা জানতে হবে। আর কে হবে তার ডুলসিনিয়া? কবি জেমস স্টিভেনস এখন কিছু বুদ্ধিদীপ্ত রূপরেখা তৈরি করছে। আমরা গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠছি, মনে হচ্ছে।

কর্ডেলিয়া। ইতালিয়ান ভাষায় হবে কর্ডলিয়ো। কিং লিয়ারের নিঃসঙ্গতম এবং কনিষ্ঠ কন্যা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল, স্টিভেন ভাবে। এখন আমাকে আসল ফরাসি সু-আচরণ দেখাতে হবে।

'অনেক ধন্যবাদ রাসেল সাহেব,' স্টিভেন দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে। 'যদি অনুগ্রহ করে ডিইজি সাহেবের চিঠিটা সম্পাদক নরম্যান সাহেবকে একটু দিতেন...'

'অবশ্যই। যদি উনি মনে করেন এটা ছাপানোর যোগ্য তা হলে অবশ্যই ছাপবেন। আমরা এত চিঠি পাই।'

'সেটাতো ঠিক,' স্টিভেন বলে। 'অনেক ধন্যবাদ।'

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, স্টিভেন মনে মনে বলে। রাসেল সাহেব, তোমার আইরিশ হোমস্টেডকে আমি শুকরের পত্রিকা বলি, কারণ তোমরা কৃষির উপর গুরুত্ব দাও। গোমহিষাদির বন্ধু তোমরা।

স্টিভেনের কানে আসে রাসেল আর এগলিন্টনের বাক্যালাপ। রাসেল: নাট্যকার সিঞ্জ আমাকে দেবী ডানার উপর একটা লেখা দেবে বলেছে। এগুলি কি মানুষ পড়বে? মনে হয় পড়বে। আইরিশ ভাষার পৃষ্ঠপোষক সংগঠন গেইলিক লিগ চায় আমরা আইরিশ ভাষায় কিছু করি। এগলিন্টন: আশা করছি রাতে আসবেন। স্টার্কিকেও আনবেন।

স্টিভেন তার চেয়ারে বসে।

গ্রন্থাগারিক লিস্টার যাঁরা চলে যাচ্ছেন তাঁদের বিদায় দিয়ে স্টিভেনের দিকে আসেন। তাঁর সলাজ হাসি-মুখ বলে:

'ডেডালাস সাহেব, শেক্সপিয়ারের উপর তোমার মতামত দিয়ে আমাদের আলোকিত করো।'

লিস্টার ক্যাটক্যাট করে ইতস্তত হাঁটেন, পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়ান আর উপরের দিকে ওঠেন যতটা জুতার তলা অনুমোদন করে, আর বহির্গমনকারিদের হইচইয়ের সুযোগে গলা নামিয়ে বলেন:

'এটা কি তোমার মত যে সে চারণের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল?'

বেটার সতর্ক মুখ আমাকে প্রশ্ন করে, স্টিভেন ভাবে। কেন? ভদ্রতা না তার কুয়েকার বিশ্বাসের প্রেরণা?

'যেখানে মিটমাটের বিষয় থাকে,' স্টিভেন বলে, 'সেখানে আগে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল ধরে নিতে হবে, তাই না?'

'ঠিক, তা-ই।'

লিস্টারের দিকে তাকিয়ে স্টিভেন কুয়েকার প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ফক্সের কথা ভাবে, শেক্সপিয়ারের কথা ভাবে। স্টিভেনের মনে ওদের মিলিত নাম ক্রাইস্টফক্স। একজন পালায় ধর্মান্ধ কর্তৃপক্ষের ভয়ে। একজন পালায় বউয়ের ভয়ে। ক্রাইস্টফক্স স্কটিশ চামড়ার প্যান্ট পরে গাছের চিপায় লুকায়, ক্যাথলিক পাদ্রিদের থেকে, ওই খানকি থেকে। পালানোর পথে একা হাঁটে, সামনে পড়ে না কোনও চেনা খাণ্ডারি। তারপর সে অনেক নারী জয় করে, জয় করে কমনীয় মানুষ, তাদের মধ্যে আছে ব্যাবিলনের এক পতিতা, সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ির মেয়েরা, শূরন্মন্য মদবিক্রেতাদের বউয়েরা। ক্রাইস্টফক্সের পালানোটা খেঁকশিয়ালের রাজহাঁস তাড়িয়ে বেড়ানোর মতো। শেক্সপিয়ারের গ্রামের বাড়ি নিউ প্লেসে বুড়ি অ্যানের ঢিলা আর সতীত্ব হারানো দেহ, যেটা এক সময় কমনীয় ছিল, দারুচিনির মতো মিষ্টি আর টাটকা ছিল, ছিল মলি ব্লুমের প্রতিরূপ, যে এখন সেই বৃক্ষ যার পাতা ঝরে গেছে, যে ঠুন্ডা হয়ে গেছে, যে কবরের ভয়ে ভীত, কারণ একদা সে অসংযমে ঈশ্বরের অনুমোদনহীন কামনার হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল।

'আচ্ছা, তা হলে তুমি মনে করো...'

বহির্গমণকারীদের পেছনে লাইব্রেরির দরজা বন্ধ হয়।

সহসা অনতিলক্ষ্য গম্বুজাকৃতির কক্ষটায় নীরবতা নেমে আসে, উষ্ণ দুশ্চিন্তাযুক্ত বাতাসের নীরবতা।

সেখানে, দেখতে প্রাচীন রোমের ভেস্তা দেবীর পুজারী কুমারীদের ব্যবহার করা, একটি বাতি জ্বলে।

স্টিভেন সে সব ঘটনা ভাবে যা ঘটেনি: গনকের কথায় বিশ্বাস করলে সিজারের কী অভিজ্ঞতা হত: কী ঘটত: অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব সম্ভাব্য সম্ভাবনাসমূহের সম্ভাবনা: অজানা ঘটনাসমূহ: গ্রিক বীর আকিলিজের মা তাকে কী নাম দিয়েছিল, যখন তাকে সে মেয়ে সাজিয়ে নারীদের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিল?

আমাকে ঘিরে থাকা চিন্তাগুলি যেন কফিনে আবদ্ধ, কিংবা মমির খাঁচায়, শব্দের মশলা দিয়ে সংরক্ষিত। মিশরীয়দের গ্রন্থাগারের দেবতা থোত, যা একটা পাখি-দেবতা, মাথায় চাঁদের টোপর পরা। আর আমি শুনেছিলাম সেই মিশরীয় উচ্চ-দেবতার কণ্ঠ। ছবি আঁকা দেয়ালের ঘরগুলি, যেগুলি ভর্তি ছিল পোড়ামাটির বইয়ে।

বইগুলি নীরব। একদা মানুষের মস্তিষ্কে খেলা করে যাওয়া বই। এখন নীরব: তবু ওদের মধ্যে রয়ে গেছে মৃত্যুর উশখুশ, আমার কানে কানে এক ভাবপ্রবণ গল্প বলার জন্য, আমাকে তাদের ইচ্ছা পূরণে আহ্বান জানানোর জন্য।

'অবশ্যই,' জন এগলিন্টন চিন্তামগ্ন অবস্থায় বলেন, 'সকল বড় মানুষের মধ্যে শেক্সপিয়ার ছিলেন সবচেয়ে বেশি রহস্যময়। তিনি জীবন ধারণ করে গেছেন আর কষ্ট পেয়ে গেছেন। এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমরা আর কিছু জানি না। তেমন কিছুই না। অন্য জ্ঞানী মানুষেরা আমাদের জন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর রেখে গেছেন। তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।'

'কিন্তু হ্যামলেট একান্ত ব্যক্তিগত গল্প, নয় কি?' বেস্ট সাহেব অনুনয়ের সুরে বলেন। 'বলতে চাই এটা এক রকম ব্যক্তিগত দলিল, তা মনে করেন না, যে ওটা চারণের নিজের জীবনের কথা। আমি বুঝাতে চাই, আমি কোনও কিছুর ধার ধারতে চাই না, কে খুন হল, কে খুন করল...'

বেস্ট সাহেব তাঁর হাতের বইটা টেবিলের এক প্রান্তে রাখেন, অবজ্ঞাসূচক স্মিত হাসি দিয়ে। তাঁর হাতে লেখা ব্যক্তিগত কাগজপত্র, কথাটা বেস্ট সাহেব এমনভাবে বলেন মনে হয় তাঁর কাছে শেক্সপিয়ারের কোনও চিঠিপত্র আছে। তারপর তিনি আইরিশ ভাষায় বলেন: *নৌকা জমিনে। আমি এক জন পাদ্রি।* লিটলজন, এটার ইংরেজি করুন।

জন এগলিন্টন বলেন:

'আমি মালাকাই মালিগান থেকে এ ধরনের স্ববিরোধী কথাবার্তা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তারপরও আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, আপনারা যদি আমার এই বিশ্বাস, যে শেক্সপিয়ার আর হ্যামলেট একই ব্যক্তি, ভাঙতে চান, তা হলে আপনাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন, সিজারের দাফনের সময় এন্তনি তার বক্তৃতায় যেমন বলেছিল।

স্টিভেন এগলিন্টনের কুঁচকানো ভূরুর নিচে চকচকে কঠোর দুর্বৃত্ত প্রকৃতির চোখকে অনেক কষ্টে সহ্য করে। রোম পুরাণের রাজ-সর্প। যে মানুষকে তার স্থির দৃষ্টি দিয়ে হত্যা করত। জ্ঞানী মেজের ব্রুনেত্তো, স্টিভেন মনে মনে বলে, আমাকে জ্ঞানদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

'যেমন আমরা, অথবা আমাদের আইরিশ দেবী ডানা,' স্টিভেন বলে, 'দিন দিন আমাদের দেহ পরিবর্তন করি। যেমন আমাদের দেহের পরমাণুগুলি সদা কম্পমান, তেমন শিল্পীও তার কাজকে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। যেমন আমার ডান বুকের তিলটা অক্ষত আছে যেমন তা ছিল আমার জন্মের সময়, যদিও আমার সম্পূর্ণ দেহ নতুন কোষ দিয়ে পুনর্গঠিত হয়েছে, তেমনি এক অস্থির-পিতার ভূতের চোখ তার সামনে তার জীবন-শুরু-না-করা পুত্রের অবয়ব দেখে। গভীর কল্পনার মুহূর্তে, মন যখন, যেমন শেলি বলেছে, এক মলিন হতে থাকা কয়লা, তখন অতীতের আমি বর্তমানের আমি আর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আমি এক। কাজেই ভবিষ্যতে, যে অতীতের বোন, আমি নিজেকে এখানে বসা অবস্থায় দেখব আমার ভবিষ্যতের আমির চোখ দিয়ে।'

আহা, স্টিভেন, স্কটল্যান্ডের হথর্নডেনের কবি উইলিয়াম ড্রামন্ড তোরে এই কথাগুলি বলতে সাহায্য করল।

'সত্যি কথা,' বেস্ট সাহেব তারুণ্যপূর্ণভাবে বলেন। 'আমি মনে করি হ্যামলেট বেশ অল্পবয়সী ছিল। নাটকের তিক্ত অংশের অভিজ্ঞতা শেক্সপিয়ার তার পিতা থেকে পেয়েছে, আর ওফেলিয়া সংক্রান্ত অংশগুলি তার পুত্র থেকে।'

পুত্র হিসাবে আমি আমার বাবার ভুল সিদ্ধান্ত, স্টিভেন ভাবে। শেক্সপিয়ারের তিক্ততা আমার পিতার মধ্যে। আমার মনের জটিলতা হ্যামলেটের মধ্যে।

'আমার মৃত্যুর পর যে জিনিসটা সবার পরে মিলিয়ে যাবে তা হল আমার ওই তিলটা,' স্টিভেন হাসতে হাসতে বলে।

জন এগলিন্টন মুখ বাঁকা করেন যা খুব স্নেহাস্পদ নয়।

'যদি কোনও তিল কিংবা কিশোর-প্রেম প্রতিভার জন্মদাগ হত,' এগলিন্টন বলেন, 'তা হলে প্রতিভা বাজারে ওষুধ হিসাবে বিক্রি হত। শেক্সপিয়ারের পরিণত বয়সে লেখা নাটকগুলির, ফরাসী পণ্ডিত আর্নেস্ট রেনান যেগুলির অনুরাগী ছিলেন, ভিন্ন তেজস্বিতা ছিল।"

'পুনর্মিত্রতার তেজস্বিতা,' কুয়েকার লিস্টার বলেন।

'পুনর্মিত্রতার কোনও সুযোগ নাই,' স্টিভেন বলে, 'যদি প্রথমে কোনও বিচ্ছেদ না ঘটে।'

স্টিভেনের মনে পড়ে হেইন্সের কথা: তুমি ঠিক বলেছোতো?

'যদি জানতে চান,' স্টিভেন বলে চলে, 'কোন ঘটনাগুলির ছায়া *কিং লিয়ার*, *ওথেলো*, *হ্যামলেট*, *ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা* নাটকে সৃষ্ট দোজখের জন্য দায়ী, তা হলে খেয়াল করুন কবে এবং কীভাবে এই ছায়াটাকে তুলে নেয়া হয়েছে। কী সে জিনিস যা শোচনীয় ঝড়ে জাহাজডুবির শিকার এক মানুষের হৃদয়কে কোমল করেছে, যে মানুষ রাজা অডিসিয়াসের মতো শাস্তি পেয়েছে, কিংবা টায়ারের রাজকুমার পেরিকলসের মতো?'

স্টিফেনের চোখে ভাসে ঝড়ের আছাড়ে অন্ধ করে দেয়া এক নাবিক, তার লাল কোনাকার হ্যাট পরিহিত মাথা।

সে বলে চলে, 'হৃদয় কোমল করেছে এক শিশু, একটা মেয়ে, যখন তার কোলে তাকে তুলে দেয়া হল, সে হল মারিনা, রাজকুমার পেরিকলসের কন্যা।'

'কূটতার্কিক দার্শনিকদের অনির্ভরযোগ্য তর্ক ও ধারণা আমাদের আকৃষ্ট করে, যা মূলধারা থেকে বিচ্যুত,' এগলিন্টন বলেন, 'মনে রাখতে হবে চেনাজানা পাহাড়ি পথ উঁচুনিচু হলেও তা কিন্তু শহরে পৌঁছে।'

লবণ মাখানো ব্যাকন যেমন টক হয়ে যায়, তেমনি ফ্রান্সিস ব্যাকনের দার্শনিক তত্ত্বও এক সময় সেকেলে হয়ে গেছে, স্টিভেন ভাবে। শেক্সপিয়ারের নাটকগুলির মূল রচয়িতা ব্যাকন বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতরা সাহিত্যের আবোলতাবোল মানে খোঁজে, মনোযোগী পাঠক সত্য উদ্ঘাটন করে। এগলিন্টন বেটা শহর কথাটা বলেই খান্ত। কিন্তু পাহাড়ি পথ কোন শহরে নিয়ে যায়, উৎসুক যাত্রীতো সে প্রশ্ন করতেই পারে। এক যুগ ধরে তারা ছদ্মনামে লুক্কায়িত: এ. ই. ছদ্মানামে জর্জ উইলিয়াম রাসেল, আর জন এগলিন্টন ছদ্মনামে উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক ম্যাগি। যেমন সূর্যের পশ্চিমে আর চন্দ্রের পূর্বে: আইরিশ উপকথার চির-তারুণ্যের দেশ *তির না ন-ওগ*। এ.ই. আর এগলিন্টন তীর্থযাত্রীর পোশাক পরেছে। স্টিভেনের মনে পড়ে শিশুদের ছড়া:

*ডাবলিন আর কত মাইল, কত সময় লাগে?*

*তিন কুড়ি দশ, জনাব।*

*পৌঁছানো কি সম্ভব বাতি জ্বালানোর আগে?*

'ব্র্যান্ডিস সাহেব *পেরিকলস, দ্যা প্রিন্স ট্যায়ার*-কে শেক্সপিয়ারের পরিণত বয়সের প্রথম নাটক বলে মনে করে,' স্টিভেন বলে।

'তা-ই কি?' এগলিন্টন বলেন। 'সিডনি লি সাহেব, অথবা সাইমন ল্যাজারাস, বা কী নাম যেন, তারা এ সম্পর্কে কী মনে করে?'

'*পেরিকলস, প্রিন্স অব টায়ার* নাটকের মারিনা হল ঝড়ের শিশু। *টেম্পেস্ট* নাটকের মিরান্ডা হল চমক। *দি উইন্টার'স টেল নাটকের* পার্ডিটা হল সেই শিশু যে হারিয়ে গিয়েছিল। শেক্সপিয়ার যা হারালো তা তাকে ফেরত দেয়া হল: তার নাতনি, তার মেয়ে সুসানার মেয়ে, এলিজাবেথ। যখন মারিনাকে পেরিকলসের কোলে দেয়া হল

তখন পেরিকলস বলল, অমার প্রিয়তমা স্ত্রী দেখতে এই শিশুর মতো ছিল। কোনও পুরুষ কি সেই কন্যাকে ভালবাসবে যে কন্যার মাকে সে ভালবাসেনি?'

ভিক্টর হুগোর কাব্যের শিরোণাম থেকে বেস্ট সাহেব বলেন, 'নানা হওয়ার পদ্ধতি।'

'শেক্সপিয়ার কি তার নাতনির মধ্যে তার নতুন একটা রূপ খুঁজে পাবে না, যেখানে তার শৈশবের স্মৃতি বিদ্যমান?' স্টিভেন বলে।

তুই কি জানিস, স্টিভেন, তুই কী বলছিস? ভালবাসা, হ্যাঁ। যে শব্দ সকল পুরুষ জানে। খাঁটি ভালবাসা হল স্বার্থশূন্য, যা নিজের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নয়, বরং ভালবাসার মানুষকে কিছু দিতে চায়।

'যে মানুষ মনে করে তার কাছে ওই অদ্ভুত জিনিস, মানে প্রতিভা, আছে,' স্টিভেন বলে যায়, 'সে তার সকল অভিজ্ঞতার, বস্তুগত কি নৈতিক, মাপকাঠিতে তার স্বরূপ নির্ণয় করবে। সে অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখে অভিভূত হবে, কিন্তু তার বংশের অন্য মানুষের স্বরূপ তাকে বিতৃষ্ণ করবে। সে তাদের ভাববে প্রকৃতির কিম্ভূতকিমাকার প্রচেষ্টা হিসাবে, যা তাকে নকল বা ভবিষ্যদ্বাণী করছে।'

আশার আলোয় গ্রন্থাগারিক লিস্টারের দয়ার্দ্র কপাল কমলা রঙে রাঙ্গা হয়। তিনি বলেন, 'আমি আশা করছি ডেডালাস সাহেব জনগণের উপকারের জন্য তার তত্ত্বের পূর্ণতা প্রদান করবে। আমাদের আর এক জন ভাষ্যকারের নামও নিতে হবে: জর্জ বার্নাড শ সাহেব। সবজান্তা ফ্র্যাংক হ্যারিস সাহেবের কথা ভুললেও চলবে না। শেক্সপিয়ারের উপর *স্যাটারডে রিভিউতে* প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলি সন্দেহাতীতভাবে উৎকৃষ্ট মানের। মজার বিষয় হল তিনিও শেক্সপিয়ারের সনেটের ডার্ক লেডি ম্যারি ফিটনের সাথে তার সম্পর্কের একটা অসুখী পরিণতির কথা বলেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শিক্সপিয়ারের বন্ধু পেমব্রোকের আর্ল, উইলিয়াম হার্বাট, যে ফিটনকে বিয়ে করে। যদি ফিটন কবিকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে তবে, আমাদের অনুমিত শেক্সপিয়ারের সাথে তার স্ত্রী অ্যানের অসুখী জীবনের পরিবর্তে, সে প্রত্যাখ্যানকেই শেক্সপিয়ারের জীবনের প্রকাশের সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি।'

লিস্টার সানন্দে কথা বন্ধ করে তাঁর নম্র মাথা তুলে ধরেন, যা দেখতে একটা সদ্য বিলুপ্ত অক পাখির ডিমের মতো, যেন তা স্টিভেন আর এগলিন্টনের বিতর্কের পুরস্কার।

কুয়েকার প্রটেস্ট্যান্ট হিসাবে অবিবাহিত লিস্টার বিয়ের পর নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর সাথে গম্ভীর স্বরে কথা বলবে, হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি মুসার বোন মিরিয়ামকে ভালবাসেন, আপনি কি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন? মিরিয়াম। ম্যারি। শেক্সপিয়ারের প্রেমিকা ম্যারি ফিটন। কুয়েকার ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ফক্সের বউ মার্গারেট।

'তা-ও হতে পারে,' স্টিভেন বলে। 'গ্যটের একটা কথা আছে যা ম্যাগি সাহেব উদ্ধৃত করতে পছন্দ করেন। সেটা হল, যৌবনের চাওয়াগুলি নিয়ে সতর্ক হও, কারণ তুমি ওগুলি পাবে মাঝ বয়সে। শেক্সপিয়ার কেন ম্যারি

ফিটনকে ক্ষুদে লর্ড উইলিয়াম হার্বাটের কাছে পাঠায় শেক্সপিয়ারের জন্য ম্যারির মন গলাতে? সেই ম্যারি যে একটা ছিনাল, যে নিজে এক উপসাগর যেখানে সব পুরুষ নৌকা বায়, যে রানী এলিজাবেথের চাকরানি ছিল, যে চাকরানির শৈশব কালিমালিপ্ত। শেক্সপিয়ারতো নিজেই এক জন লর্ড, যদিও তা ভাষার, যে কৃষকের শ্রেণি অতিক্রম করে ভদ্রলোকের শ্রেণিতে উঠেছে, যে রোমিও এন্ড জুলিয়েট লিখেছে। কেন? তার আত্মবিশ্বাসকে অকালে মেরে ফেলা হল। ওই ভুট্টা ক্ষেতেই (বরং বলব গম ক্ষেতে) সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাই সে আর কখনও নিজেকে বিজয়ী হিসাবে দেখতে সক্ষম হয়নি, বিজয়ীর বেশে প্রেম আর কামের খেলাও খেলতে পারেনি। ডন জোভানির মতো শত নারীর সতিচ্ছদ ছেদন তাকে রক্ষা করেনি। পরবর্তী জীবনের কোনও ভুল সংশোধন তার প্রথম ভুলের ক্ষতিপূরণ করেনি। সাপের দাঁত তাকে সে স্থানে কামড় দিয়েছে যেখানে ভালবাসার রক্ত ঝরছিল। ম্যারি ফিটনকে যদি মুখরা হিসাবে চিহ্নিত করাও হয়, তবু নারী হিসাবে তার অদৃশ্য অস্ত্র, কামনার আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা, রয়ে গেছে। আমি মনে করি যদি তার দৈহিক প্রবৃত্তি তাকে ম্যারি ফিটনের দিকে ধাবিত করে, তা হল অ্যান কর্তৃক অতীতে তার প্রলুব্ধ হওয়ার ফল, যা আদমের গন্দম খাওয়ার মতো আদি পাপ, যার প্রহেলিকায় সে নিজেকে নিজে চিনতে পারেনি। আর এসব কথা শেক্সপিয়ার নিজেই লিখে গেছে।'

ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনে, স্টিভেন মনে মনে বলে। আর আমি নরম করে তাদের কানে আমার কথা ঢেলে দিই।

'আত্মাকে আগেই গভীরভাবে আহত করা হয়েছে, ঘুমন্ত অবস্থায় কানে বিষ ঢেলে দিয়ে,' স্টিভেন বলে যায়। 'কিন্তু যাদের ঘুমের মধ্যে খুন করা হয় তারা জানতে পারে না তারা কীভাবে খুন হল, যদি না ঈশ্বর তাদের পরকালে সে তথ্য জানিয়ে দেয়। রাজা হ্যামলেটের ভূত তার নিজেকে বিষপ্রয়োগের কথা বা রানীর ব্যভিচারের কথা জানত না যার পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়, যদি না ভূতের স্রষ্টা ভূতকে তা জানাত। ফলে ভূতের জবান বর্তমানকে এড়িয়ে যায় এবং অতীতের ঘটনাগুলি বলতে থাকে, যা অগভীর আর অনাকর্ষণীয়, স্রষ্টার দেয়া জ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটা প্রমাণিত যে, একই সাথে শিকারী ও শিকার এই দুই ধারণার বলি হয়ে, শেক্সপিয়ার তার সৃষ্ট নারীদের দৈহিক বৈশিষ্টাবলীর, লুক্রিসের নীল বৃত্তকার দাগযুক্ত সাদা গোলাকার স্তনজোড়া থেকে শুরু করে ইমোজেনের খোলা বাম স্তন ও তার উপর পাঁচ রঙবিশিষ্ট তিল পর্যন্ত, সব কিছুর প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত ছিল। সৃষ্টিশীলতায় ক্লান্ত হয়ে, যার মাধ্যমে সে বিশাল সম্ভার গড়ে তুলেছে শুধু সৃষ্টির পেছনে লুকানোর জন্য, সে বাড়ি ফিরে যায়, তেমন করে যেমন করে কুকুর তার পুরনো ক্ষত লেহন করে চলে। কিন্তু যেহেতু তার ক্ষতিই তার অর্জন, আর তাই সেই যাত্রা হয়ে যায় তার দুর্দমনীয় ব্যক্তি-সত্তার অমরত্বের পথে গমন, যা সে করেছে যে জ্ঞান সে লিখেছে তা থেকে বা যে নীতি সে প্রকাশ করেছে তা থেকে কিছু না শিখে। তার টুপি উপরের দিকে ওঠানো, তার মুখ উন্মুক্ত। সে তখন এক ভূত, একটা ছায়া, এলসিনরের বা অন্য কোনও দ্বীপ অঞ্চলের পাথুরে উপকূলের

বাতাস, সমুদ্রের কণ্ঠ, যে কণ্ঠ শুধু সে ব্যক্তির হৃদয়ে শোনা যায় যে তার ছায়ার অন্তঃসার, সে তখন সেই পুত্র যে পুত্রের রয়েছে তার পিতার দৈব নির্যাস, সে তখন জিশু।'

'মাওলা, কবুল করো!' দরজার কাছ থেকে কেউ প্রতিক্রিয়া জানায়।

বেটা কি আবার কিছু খুঁজে পেয়েছে যা সে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে, স্টিভেন নিজেকে বলে। সে কি আমার বন্ধু না শত্রু?

*বিরতি।*

ইতর মুখবিশিষ্ট, পাদ্রির মতো গোমড়া, বাক মালিগান সামনের দিকে আসে, তারপর তাদের স্মিতহাস্যের অভিভাদনের সামনে মুখখানা তার রঙিন পোশাকের মতো প্রসন্ন করে। আমার টেলিগ্রাম, স্টিভেন ভাবে।

'তুই ডারউইন-উত্তর ঈশ্বরের কথা বলছিলি, যদি আমি ভুল করে না থাকি,' মালিগান স্টিভেনকে বলে।

বাসন্তীকুসুম ফুল আঁকা কোটি পরা মালিগান নকল অলঙ্কারের মতো চওড়া প্রান্ত বিশিষ্ট হ্যাটটা খুলে উচ্ছল হয়ে স্টিভেন এবং তার সঙ্গিদের দিকে মাথা নোয়ায়।

স্টিভেন ও তার সাথিরা মালিগানকে স্বাগতম জানায়। আমরা কার সাথে কেমন ব্যবহার করছি তার ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া উচিত, স্টিভেন ভাবে।

*এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা।*

*সকাল বেলার আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা।*

বিদ্রূপকারির দল: গ্রিক পণ্ডিত ফটিয়াস, আমাদের ভণ্ড মালাকাই আর জার্মান-আমেরিকান নৈরাজ্যবাদী জোহান মোস্ট।

স্টিভেন ভাবে: যে পবিত্র আত্মা তৈরি করেছে এবং নিজেকে তার এবং অন্যের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পাঠিয়েছে, যে ত্রাতা হিসাবে পরিচিত, সে তার শত্রুদের দ্বারা বিবস্ত্র হয়েছে, চাবুকের বাড়ি খেয়েছে, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, যেমন করে গরুঘরের দরজায় গাঁথা পেরেকে বাদুর আটকে থাকে, তেমন করে সে ক্রুশে চড়ে ছিল ক্ষুধায় মৃত্যু বরণ করার জন্য, মৃত্যুর পর সে তার শত্রুদের তাকে কবর দিতে দিয়েছে, তারপর সে পুনর্জীবন লাভ করেছে, সে আগে দোজখে নেমেছে তারপর স্বর্গে উঠেছে, যেখানে সে এক হাজার নয়শ বছর ধরে তার ডান পাশে বসে আছে, সে আবার আসবে মৃত এবং জীবিতের বিচার করার জন্য, যদিও তত দিনে সব জীবিত মানুষ মরে যাবে।

জিশুর জন্মের সময় ফেরেশতারা যেমন গেয়েছিল ঘন্টির মতো শব্দ করে ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে, তেমন করে মালিগান গেয়ে যায়: *প্রশংসা আমাদের প্রভুর, সর্বোত্তম প্রশংসা।*

মালিগান তার দুই হাত তুলে ধরে আর তাতে যেন বিভ্রান্তির পর্দাসমূহ নেমে যায়। জীবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মালিগান বলে, 'ওহে পুষ্পগণ!' তার কণ্ঠের ঘন্টা যেন অস্তিত্বের উত্থানপতন।

'আলবৎ,' গ্রন্থাগারিক লিস্টার মালিগানের প্রতি উত্তর করেন, 'খুব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলছে। মালিগান সাহেবেরও নিশ্চয়ই শেক্সপিয়ার আর তার নাটকের নিজস্ব তত্ত্ব আছে। সবার দৃষ্টিভঙ্গি জানা জরুরি।'

লিস্টার নিরপেক্ষ চোখে স্টিভেন ও মালিগান দুজনকেই স্মিতহাস্য উপহার দেন।

বাক মালিগানকে চিন্তাযুক্ত ও বিহ্বল দেখায়।

'শেক্সপিয়ার?' সে বলে। 'নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

একখানা ক্ষণস্থায়ী হাসি ওর মোটা ঠোঁটজোড়া আলোকিত করে।

'ও আচ্ছা,' সে বলে, যেন সহসা তার মনে পড়েছে। 'ওই লেখক যে আমাদের জন মিলিংটন সিঞ্জের মতো লিখত।'

বেস্ট সাহেব মালিগানের দিকে তাকান এবং বলেন:

'হেইন্স তোমাকে খুঁজছিল। তুমি কি তাকে দেখেছো? আরও পরের দিকে সে তোমার সাথে ডিবিসি পানশালায় দেখা করবে। সে গিল এন্ড সন্স দোকানে গেছে ডগলাস হাইডের *লাভ সঙ্‌স অফ কন্যাক্ট* কাব্যটা কেনার জন্য।'

'আমি জাদুঘরের ভেতর দিয়ে এখানে এসেছি,' বাক মালিগান বলে। 'হেইন্স কি এখানে ছিল?'

'শেক্সপিয়ারের স্বদেশিরা,' জন এগলিন্টন উত্তর করেন, 'আমাদের দীপ্তিময় মতবাদসমূহ দ্বারা বরং ক্লান্ত। আমি শুনেছি গত রাতে ডাবলিনে এক অভিনেত্রী হ্যামলেটের চরিত্রে অভিনয় করেছে যা সে আগে আরও চারশ সাত বার করেছিল। এডোয়ার্ড ভাইনিং মনে করত হ্যামলেট নারী ছিল। কেউ কি এখনও ইঙ্গিত করেনি যে সে এমনকি আইরিশও ছিল? এমনটা রায় দেয়ার জন্য, আমি মনে করি, বিচারক বার্টন কিছু নিদর্শনের খোঁজে আছেন। মনে রাখতে হবে তিনি আয়ারল্যান্ডের পৃষ্ঠপোষক সন্ত প্যাট্রিকের নামে কসম খেয়েছিলেন, তিনি মানে মহামহিম রাজকুমার হ্যামলেট, মাননীয় লর্ড বার্টন নন।'

'সবগুলির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল মতবাদ দিয়েছেন অস্কার ওয়াইল্ড,' বেস্ট সাহেব বলেন, তাঁর হাতে ধরা দীপ্তিমান নোটবুকটি তুলে ধরে। 'ওয়াইল্ড তাঁর পোট্রেট অফ মিস্টার ডাব্লিউ. এইচ. গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে, শেক্সপিয়ার নন, ওই সনেটগুলি লিখেছেন উইলি হিউজেস নামে এক ব্যক্তি, যিনি সব রঙের প্রতিনিধিত্ব করেন।'

'ওয়াইল্ড বলেননি ওগুলি উইলি হিউজেস লিখেছেন,' গ্রন্থাগারিক লিস্টার বলেন, 'ওয়াইল্ড বলেছেন ওগুলি উইলি হিউজেসের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে, তা নয় কি?'

না কি হিউজি উইলস? স্টিভেন ভাবে। নাকি উইলিয়াম হিমসেল্ফ। ডাব্লিউ. এইচ.: এই দুই অক্ষর দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

'আসলে ওগুলি উইলি হিউজেসের উদ্দেশ্যে রচিত,' বেস্ট সাহেব ভুল সংশোধন করে বলেন। 'আসলে ব্যাপারটা গোলমেলে, জানেনতো, হিউজেস: ছিদ্র (hews), বর্ণ: রং (hues); কিন্তু ওটা ওয়াইল্ডের জন্য খুবই স্বাভাবিক। ওটাই ওয়াইল্ডের নির্যাস, জানেনতো। ওটা ওয়াইল্ডের সুকুমার শৈলী।'

বেস্ট সবার দিকে এক পলক চান আর তাঁর স্মিতহাস্য তাদের মুখগুলিকে ছুঁয়ে যায়, বেস্টকে মনে হয় এক উজ্জ্বল চুলবিশিষ্ট বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছা বালক। যেন তিনি ওয়াইল্ডের লাজুক সত্তা।

তুই খুবই রসিক, স্টিভেন নিজেকে বলে। ড্যান ডিইজির টাকা দিয়ে তুই তিন গেলাশ হুইস্কি গিলেছিস।

আমি কত টাকা খরচ করেছি? স্টিভেন চিন্তা করে। ও, কয়েকটা শিলিং মাত্র।

ওটা করেছি পত্রিকার কিছু লোককে আনন্দ দেয়ার জন্য। সূক্ষ্ম ও স্থূল রসিকতা দিয়ে।

রসিকতা। তারুণ্যের গর্বিত বেশে সাজার জন্য তুই তোর পঞ্চ ইন্দ্রিয় বেচে দিবি। যা দেখে মনে হবে তোর সব বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

আরও কত নারী আছে, স্টিভেন। তাদের এক জনকে পাল দিতে নেয়, পাল দেয়ার ঋতুতে। ঈশ্বর, মিলন ঋতুতে সতেজ কামের বন্যা বইয়ে দিক, এ দোয়া কর্। তাকে ঘুঘুরীর মতো ঠাপা।

বিবি হাওয়া বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে, সাদা পেট যেন পাপের প্রতিচ্ছবি। আপাদমস্তক জড়ানো সাপে, বিষদাঁত আঘাত করতে প্রস্তুত, নৈকট্য আর বিপদের ভঙ্গিতে, চুমুর মতো।

'তোমার কি মনে হয় এটা শুধুই স্ববিরোধী মতামত?' গ্রন্থাগারিক লিস্টার জিজ্ঞেস করেন। 'বিদ্রুপকারীকে কখনওই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় না, এমনকি যখন সে সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান।'

তারা গুরুত্বসহকারে ওয়াইল্ডের নিষ্ঠার উপর আলোচনা করে।

বাক মালিগানের ভারী মুখ স্টিভেনকে কিছু সময়ের জন্য নিরীক্ষণ করে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সে স্টিভেনের কাছে আসে, তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা তারবার্তা বের করে। মালিগানের সচল ঠোঁটজোড়া পড়তে থাকে, নতুন আনন্দে স্মিতহাস্যে।

'টেলিগ্রাম!' সে বলে। 'প্রেরণার কি চমৎকার উৎস! টেলিগ্রাম! পোপের হুকুম।'

সে অনালোকিত টেবিলটার এক কোনায় বসে আর জোরে জোরে সানন্দে পড়ে যায়, বলে যায়:

'*আবেগপ্রবণ সেই ব্যক্তি যে নিজের কাজের দায়িত্ব না নিয়েই ভোগ করতে চায়।* স্বাক্ষর: ডেডালাস। কোথা থেকে তুই এটা পাঠিয়েছিস? কোনও বেশ্যালয়? না। কলেজ গ্রিন-এর পোস্টঅফিস থেকে। ওই চার পাউন্ড কি

গিলে ফেলেছিস? মাসি তোর ওই অসার বাপের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। টেলিগ্রাম! ঠিকানা: মালাকাই মালিগান, জাহাজ হোটেল, লোয়ার অ্যাবে স্ট্রিট। ওরে, তুই এক অতুলনীয় অভিনেতা! তোরা কিঞ্চরা পাদ্রিদের চরিত্র!'

সহর্ষে সে কাগজটা আর খামটা পকেটে ঢুকায় কিন্তু আইরিশ টানে ঝগড়াটে গলায় বলতে থাকে:

'শোন্, মিস্টার মধু, আমি আর হেইন্স অসুস্থ বোধ করছিলাম আর আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে যখন লোকটা থালাটা আমাদের সামনে রাখে। আমরা ফিসফিস করে বলছিলাম আমাদের দরকার কড়া হুইস্কি যা এমনকি একটা ক্যাথলিক ভিক্ষুকেও উত্তেজিত করবে, আর লোকটাকে মনে হচ্ছিল দুর্বল, কামোত্তেজিত অবস্থায় থাকার কারণে। আর এভাবে কর্নির পানশালায় দুই গেলাশ বিয়ারের জন্য আমরা এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা অপেক্ষা করি, ভদ্র হয়ে।'

মালিগান অনুশোচনার সুরে বলে:

'আমরা সেখানে, আর, প্রিয়তমা, তুই আমাদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বেদিশা বানিয়েছিস, যখন আমাদের জিহ্বা ঝুলে আছে, এক গজ করে, সেই পানাসক্ত পাদ্রির মতো যে এক ঢোঁক না গিললে বেহুঁশ হয়ে যাবে।'

স্টিভেন হাসে।

ক্ষিপ্রতার সাথে, সতর্ক করে দিচ্ছে এমন করে, বাক মালিগান বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে।

'পরিব্রাজক আর নাট্যকার সিঞ্জ তোকে খুঁজছে,' মালিগান বলে, 'তোকে খুন করার জন্য। সে তোকে তার গ্ল্যাস্টহুলের বাড়ির বাইরের দরজায় মুততে শুনেছে। সে খসখসে চামড়ার বুট পরে বের হয়েছে তোকে শেষ করে দেয়ার জন্য।'

'আমাকে!' স্টিভেন চেঁচায়। 'ওটা হল সাহিত্যের প্রতি তোর অবদান।'

হাসতে হাসতে বাক মালিগান সোজা হয়, আর কান-পাতা অন্ধকারময় ছাদের দিকে হাসে।

'তোকে খুন করবে!' সে হেসে যায়।

প্যারিসের সাঁত-অন্দ্রে-ডে-আর্টসের গলিগুলিতে, স্টিভেন স্মরণ করে, সিঞ্জের ইতর আর বিচ্ছিরি মুখ আমাকে মোকাবেলা করে, আর আমরা মাদক-প্রভাবিত উত্তেজনায় আলোচনা করি। আমরা অনেক কথা বলি, যা চূড়ান্ত বিচারে নিরর্থক ছিল। ওটা যেন ছিল আইরিশ পৌরাণিক যোদ্ধা ওইসিনের সাথে আয়ারল্যান্ডের পৃষ্ঠপোষক সন্ত প্যাট্রিকের মোকাবেলা। যেন ক্ল্যামার্টের জঙ্গলে সন্ত প্যাট্রিক ছাগল-সদৃশ রোমান দেবতার মতো দেখতে ওইসিনের দেখা পায়, আর ওইসিন প্যাট্রিককে মদের বোতলের বাড়ির ভয় দেখায়। সে দিন ছিল গুড ফ্রাইডে। আমার আর সিঞ্জের আলোচনা আয়ারল্যান্ডের সংঘাতপূর্ণ ইতিহাসের দিকে মোড় নেয়। সিঞ্জ নিজেকে পরিব্রাজক হিসাবে তুলে ধরে। আর আমারও মনে হয় আমি জঙ্গলে এক আহাম্মকের দেখা পেলাম।

‘লিস্টার সাহেব,’ এক কর্মচারি আজানো দরজার বাইরে থেকে বলেন।

‘যেখানে সবাই সবার দরকারি জিনিস খুঁজে পায়,’ গ্রন্থাগারিক লিস্টার বলেন, ‘যে ভাবে বিচারক হ্যামিলটন ম্যাডেন শেক্সপিয়ারের উপর লেখা তার *ডায়রি অফ মাস্টার উইলিয়াম সাইলেন্স* গ্রন্থে শিকারের নিয়মসমূহ পেয়েছে...হ্যাঁ? ব্যাপার কী?’

‘স্যার, এক জন ভদ্রলোক এসেছেন,’ কর্মচারিটা বলেন, আর সামনের দিকে এসে একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরেন। ‘ফ্রিম্যান জার্নাল পত্রিকা থেকে। উনি কিলকেনি পিপল পত্রিকার গত বছরের ফাইলটা দেখতে চান।’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ইনি কি সেই ভদ্রলোক?’...

লিস্টার ব্যাগ্রতার সাথে কার্ডটা নেন, ওটার দিকে এক পলক তাকান, কিছু না দেখে, ওটা টেবিলের উপর রাখেন, তাকান, জিজ্ঞেস করেন, তাঁর জুতা ক্যাচক্যাচ করে, তিনি বলেন:

‘ইনি কি তিনি?... ওই যে, ওখানে!’

নাচের মতো চপল পদক্ষেপে তিনি বাইরে যান। বারান্দায়, দিনের আলোয়, তাঁর ঐকান্তিক দায়িত্ব তিনি বেশি কথা দিয়ে পালন করেন, গ্রন্থাগারিক হিসাবে কর্তব্যে পূর্ণ, সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ অমায়িকতায়, পরিপূর্ণ প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের বিবেকে।

‘ইনিই সেই ভদ্রলোক? ফ্রিম্যান’স জার্নাল থেকে? কিলকেনি পিপল চান? নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলছি। শুভ দিন, স্যার। কিলকেনি...আমাদের তা অবশ্যই আছে...’

এক সহিষ্ণু ছায়ামূর্তি অপেক্ষা করে, শুনতে শুনতে।

‘সব আঞ্চলিক পত্রিকাগুলি এখানে...*নর্দার্ন হুইগ, কর্ক এক্সামিনার, এনিসকর্থি গার্ডিয়ান*, ১৯০৩ সালের...আপনি কি সব দেখতে চান? ইভান্স, এই ভদ্রলোককে পত্রিকাগুলি দেখান...আপনি যদি অনুগ্রহ করে ইভান্সকে অনুসরণ করেন...না থাক, আমিই আপনাকে দেখাব...এই দিকে...এগিয়ে আসুন, স্যার...’

স্বচ্ছন্দভাষী, কর্তব্যপরায়ণ, লিস্টার আঞ্চলিক পত্রিকাগুলি দেখিয়ে যান, একটা মাথা নোয়ানো আবছা গঠন লিস্টারের জুতার চপল আঘাত অনুসরণ করে।

দরজা বন্ধ হয়।

‘ইহুদির ছানা,’ বাক মালিগান ঘোষণা করে।

মালিগান লাফ দেয় আর কার্ডখানা হস্তগত করে।

‘নাম কি ওর? আইকি মোসেস? ব্লুম।’

মালিগান বকে চলে:

‘আমার উপর ওই ইহুদির ঈশ্বরের, তথা লিঙ্গাগ্রত্বক সংগ্রাহক জেহোভার, আর কোনও প্রভাব নাই। আমি ওকে জাদুঘরে দেখেছি যখন আমি সমুদ্রজাত দেবী আফ্রোদিতের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। গ্রিকদের অনেক বেশি সাবলীল আধ্যাত্মিকতা ছিল, প্রাত্যহিক প্রার্থনায় মুখ বাঁকা করার কারবার যেখানে ছিল না। আফ্রোদিতে হল জীবনের উৎস আর তার সৌন্দর্য আমাদের কামানুরাগ জাগায়। আমাদের প্রতিদিন তার আরাধনা করা দরকার। শেলি যেমন লিখেছে, *প্রেমিকার ঠোঁট জাগায় প্রাণশক্তি, জীবনের জীবন*।

সহসা মালিগান স্টিভেনের দিকে ফেরে:

‘ওই বেটা তোকে চেনে। আর চেনে তোর বুড়ো বাপকেও। ও মা, আমার বলতে অস্বস্তি হচ্ছে যে পায়ুকামিতায় সে গ্রিকদের চেয়েও বেশি গ্রিক। আমি দেখি ওর জিশুর-দেশ-গ্যালিলির ফ্যাকাশে চোখ আফ্রোদিতের পাছার খাঁজে আটকে আছে। মনে আছেতো নিরোর প্রাসাদে প্রাপ্ত আফ্রোদিতের মোহনীয় পোঁদের ভাস্কর্য: ভেনাস কালিপাইজ। আহা ওই কটিদেশের তোলা ঝড়! সুইনবার্ন যেমন লিখেছে: *সতিচ্ছদের খোঁজে দেবতা তাকে তাড়া করে, আর কুমারী পালিয়ে থাকে।*’

‘আমরা আরও জানতে চাই,’ জন এগলিন্টন বেস্ট সাহেবের সম্মতি নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। ‘আমরা মিসেস এস.-এর ব্যাপারে আগ্রহী হতে শুরু করেছি। এখন পর্যন্ত আমরা ভেবেছি, যদি আদৌ ভেবে থাকি, তিনি একজন আদর্শ আর সহনশীল খ্রিস্টান নারী গ্রিসেল্ডা, কিংবা রাজা অডিসিয়াসের জন্য উনিশ বছর অপেক্ষা করা রানী পেনেলোপি।’

‘স্পার্টার রাজা কিরিয়স মেনেলসের বাচ্চা-বিয়ানো বউ, যে ছিল ট্রয়ের কাঠের ঘোড়া যার ভেতর এক কুড়ি বীর পুরুষ ঘুমাত,’ স্টিভেন বলে, ‘সেই আর্গাইভ হেলেন থেকে কুটতার্কিক গর্জিয়াসের ছাত্র নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক এন্টিসথেনিস শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর খেতাবটা তুলে নিয়ে হতভাগিনী পেনেলোপিকে দেয়। শেক্সপিয়ার বিশ বছর লন্ডনে ছিল আর ওই সময় সে আয়ারল্যান্ডের ইংরেজ শাসক লর্ড চ্যান্সেলরের সমান বেতন নিত। তার ছিল ধনীর জীবন। ওয়াল্ট হুইটম্যান চারণের শিল্পকে সামন্ততান্ত্রিক বলেছে, বাস্তবে তা তার চেয়েও বেশি কিছু, ওটা ছিল আতিশয্যের শিল্প। তার জন্য বরাদ্দ ছিল গরম হেরিং মাছের কোপ্তা, দামী মদ, মধুর চাটনি, গোলাপি চিনি, বাদামের কেক, বৈঁচি ও কবুতরের তরকারি, কামবৃদ্ধিকর মিঠাই। নারীশিকারী স্যার ওয়াল্টার র‍্যালিহকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তার কাঁধে ছিল এক মিলিয়ন ফ্রাঁ আর মেয়েদের এক জেড়া নিতম্বধারক। শেবার রানীর রাজত্ব থেকে রানী এলিজাবেথের সায়ার দাম বেশি ছিল। শেক্সপিয়ারের লন্ডনের বিশ বছর কেটেছে বিবাহিত প্রেমের শুদ্ধ আনন্দ আর ব্যভিচারের প্রেমের পাপানন্দের মাঝে। আপনারা ম্যানিংহ্যামের লিখে যাওয়া ধনী বনিকের ধনী বউয়ের গল্পটার কথা জানেন। সেই নারী অভিনেতা ডিক বারবেজকে তার বিছানায় ডেকেছিল রিচার্ড থ্রি নাটকে তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে। শেক্সপিয়ার ডাকটা শুনে ফেলে আর সময় নষ্ট না করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। যখন বারবেজ দরজায় কড়া নাড়ে, শেক্সপিয়ার রাতার পালকের তৈরি চাদরের নীচ থেকে উত্তর

করে: "বিজয়ী উইলিয়াম তৃতীয় রিচার্ডের আগে এসেছে।" আরও ছিল প্রাণবন্ত মিস্ট্রেস ফিটন, যে প্রফুল্ল প্রিয়া নামেও পরিচিত ছিল, যে শুলে চড়েই ওও বলে শিৎকার দিত, আর ল্যাডি পেনেলোপি রিচ, যে ছিল উঁচু জাতের নারী এবং বিছানায় ভাল খেলোয়াড়। আর টেমস নদীর তীরের পতিতাদের কথা ভুললেও চলবে না, যারা এক পেনিতে এক বার শুত।'

প্যারিসের সিন নদীর তীরে রানীর হাঁটার প্রশস্ত রাস্তার ধারে যাও, স্টিভেন ভাবে, তখন শুনবে শুধু খেলার কথা। আরেক ফ্রাঁ দেব। আর আমরা অনেক নোংরামি করব। মিনেট? রাজি আছো?

'সমাজের উচ্চতম অংশের আদর্শ,' স্টিভেন বলে যায়, 'শেক্সপিয়ারের কথিত জারজ সন্তান কবি স্যার উইলিয়াম ড্যাভেন্যান্টের মা যে কোনও খাড়া সুখদণ্ডের জন্য এক কাপ মদ পরিবেশন করতে প্রস্তুত থাকত।'

বাক মালিগান চোখ উপরের দিকে তুলে ভক্তিভরে প্রার্থনার সুরে Blessed Margaret Mary Alacoque কথাটাকে ঠাট্ট করে বলে, 'Blessed Margaret Mary Anycock!'

'আর ছয় স্ত্রীবিশিষ্ট রাজা অষ্টম হেনরির মেয়ে এলিজাবেথ,' স্টিভেন বলে। 'আরও ছিল মহল্লার অন্যান্য নারী অনুরাগী যারা ভদ্রলোক কবি লন টেনিসনকে ঘিরে রাখত যখন সে গান গাইত। কিন্তু ওই বিশটা বছর, স্ট্র্যাটফোর্ডের সেই হতভাগিনী অ্যান, যার অবস্থা ইথাকার দুঃখিনী রানী পেনেলোপির মতো, তার জানালায় লাগানো হিরার শার্সির ভেতর কী করছিল?'

কাজ আর কাজ, স্টিভেন ভেবে চলে। নাটক লেখা শেষ হয়। চারণ লন্ডনের ফেটার লেন স্ট্রিটে ঔষধবিদ গেরার্ডের গোলাপের বাগানে হাঁটে, তার লাল চুল ধূসর হতে শুরু করেছে। নীলকণ্ঠ ফুল তাকে অ্যানের শিরার রঙ স্মরণ করিয়ে দেয়। বেগুনী রংগুলো, দেবী জুনোর চোখের পাতার মতো। চারণ হেঁটে চলে। আর ভাবে। একটাই জীবন। একটাই দেহ। ক্ষণস্থায়ী। কাজ করো। অর্থপূর্ণ কোনও কাজ। চোখে ভেসে আসে দূরের এক দৃশ্য, কামলিপ্সা আর কদর্যতার, ব্যভিচারীর হাত পড়ে অ্যানের সাদা হাতের উপর।

জন এগলিন্টনের টেবিলে বাক মালিগান আঙ্গুল দিয়ে তীক্ষ্ণ ঠোক্কর দেয়।

'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?' সে এগলিন্টনকে স্টিভেনের সাথে তর্কে আসতে উৎসাহ দেয়।

'বলুন,' মালিগান বলে চলে, 'শেক্সপিয়ার হল তার সনেটগুলির প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যাত। রাজপরিবারের বহুগামিনী চাকরানি তাকে প্রত্যাখ্যান করে এক লর্ডকে গ্রহণ করেছে, তার নিজের বন্ধু।'

সমকামী প্রেম সঙ্গীর নাম নিতে ভয় পায়, স্টিভেন ভাবে।

'তুমি কি বলতে চাও,' জন বলিষ্ঠ এগলিন্টন বলেন, 'ইংরেজের যেমন চরিত্র, শেক্সপিয়ারও এক লর্ডকে ভালবাসত?'

পুরনো দেয়াল যেখানে সহসা টিকটিকি আলো ছড়াত, স্টিভেন স্মরণ করে। প্যারিসের উপকণ্ঠের চ্যারেন্টনের পাগলা গারদে আমি ওদের পর্যবেক্ষণ করেছি।

'মনে হয়,' স্টিভেন বলে, 'যখনই চারণ তার সৃষ্টিশীল কাজের জন্য কোনও নারীর সাহায্য চেয়েছে, বিশেষ করে কোনও গুণবতী নারীর যে নিজে তার সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, সে তাদের সাহায্য পেয়েছে; এবং কোনও না কোনও নারী তার সৃষ্টির কল্যাণে নিজেকে তার কাছে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিয়েছে, যেমন চারণ নিজে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিকা ম্যারি ফিটনকে আর্ল অফ পেমব্রোকের কাছে, যেমন করে আস্তাবলের পরিচারক ঘোটকীকে বিলিয়ে দেয় ঘোটকের কাছে। হয়তো সক্রেটিসের মা ও বউয়ের মতো চারণের জীবনেও এক সৃষ্টির প্রতিভূ ধাত্রী এবং প্যাঁচের প্রতিভূ কূটতার্কিক রমণী ছিল। অসতী বহুগামিনী অ্যান কিন্তু বিয়ে ভেঙ্গে দেয়নি। রাজা হ্যামলেটের ভূতের মন আচ্ছন্ন ছিল অন্যের করা দুটি পাপের চিন্তায়: তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর সাথে তার ভাইয়ের বিয়ে আর তার বিবাহিত জীবনে ওই দুজনের ব্যাভিচার। বেচারা অ্যান, আমি মনে করি, কামোন্মাদিনী ছিল। যে এক বারের জন্য প্রলোভনকারিনী সে দ্বিতীয়বারের জন্যও প্রলোভনকারিনী।'

চেয়ারে বসা অবস্থায় স্টিভেন আত্মবিশ্বাসের সাথে দিক পরিবর্তন করে।

'প্রমাণ করার দায় আমার নয়, আপনাদের,' স্টিভেন ভ্রূকুটি করে বলে। 'চারণ হ্যামলেটের পঞ্চম দৃশ্যে অ্যানকে কলঙ্কিনী হিসাবে চিহ্নিত করেছে এ কথা যদি আপনারা মানতে না চান, তা হলে অ্যানের চারণকে বিয়ে করা আর তাকে কবর দেয়ার মধ্যে যে চৌত্রিশ বছর গত হয়েছে, চারণের সেই চৌত্রিশ বছরের জীবনের কোথাও কেন অ্যানের কোনও উল্লেখ নাই। আপনাদেরকে স্ব-স্ব অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। ওই নারীদের প্রত্যেকে তাদের পুরুষদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে: শেক্সপিয়ারের মা ম্যারি প্রত্যক্ষ করেছে তার ভাল মানুষ স্বামী জনের মৃত্যু; তার বউ অ্যান প্রত্যক্ষ করেছে তার হতভাগা প্রিয় উইলুনের মৃত্যু, যে বাড়ি গেল অ্যানের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়ার জন্য আর আমরা অ্যানের বিলাপ শুনেছি, কেন তাদের দুজনের মধ্যে উইলিয়াম আগে গেল; তার বোন জোয়ান প্রত্যক্ষ করেছে তার চার ভাইয়ের মৃত্যু; তার ছোট মেয়ে জুডিথ প্রত্যক্ষ করেছে তার স্বামী আর সব পুত্রের মৃত্যু; তার বড় মেয়ে সুসান প্রত্যক্ষ করেছে তার স্বামী এবং কন্যার মৃত্যু; তার নাতনি দুই বার বিয়ে করা এলিজাবেথ প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রথম স্বামীর মৃত্যু যাকে সে খুন করেছে দ্বিতীয় স্বামী জনকে বিয়ে করার জন্য; এবং আরও অনেকে।'

ও, আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, স্টিভেন ভাবে। ওই বছরগুলিতে যখন শেক্সপিয়ার রাজকীয় লন্ডনে আলিশান জীবন কাটাচ্ছিল তখন দেনা শোধ করার জন্য ওর বউ অ্যান তার বাপের রাখাল থেকে চল্লিশ শিলিং ধার করেছিল। জিজ্ঞেস করতে পারতাম: আপনি কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? আপনি কি বলতে পারবেন কেন চারণ তার শেষ নাটক *দি টেম্পেস্ট*-এ মিরান্ডার মাধ্যমে অ্যানকে চিত্রিত করেছে আর ভবিষ্যতের প্রজন্মগুলির কাছে অ্যানের প্রশংসা করেছে?

স্টিফেন তাদের নীরবতার সম্মুখীন হয়। আর ভাবে:

*এগলিন্টন বুঝি মুখ খোলে আর কথা বলে:*

*তুমি বলছ তার ইষ্টিপত্রের কথা।*

*তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমার জানা মতে, জুরিদের দ্বারা।*

*তাকে দেয়া হয়েছিল তার বিধবার প্রাপ্য*

*সাধারণ আইনে। আইনে ছিল তার অগাধ জ্ঞান*

*আমাদের উকিলরা বলে।*

*শয়তান তাকে বিদ্রূপ করে*

*ব্যঙ্গ করে বলে:*

*উইলির উইলে বউয়ের নাম নাই*

*নাম আছে তার নাতনির, তার মেয়েদের,*

*তার বোনের, স্ট্যাটফোর্ড ও লন্ডনের*

*বন্ধুদের। কাজেই যখন তাকে অনুরোধ করা হয়,*

*আমি মনে করি, উইল তুমি উইলে বউয়ের জন্য কিছু রেখে যাও,*

*তখন সে তার বউয়ের জন্য রেখে যায় তার দ্বিতীয় সর্বোত্তম খাট।*

*মামলা খতম।*

*রেখে যায় তার জন্য*

*দ্বিতীয় সর্বোত্তম ভাল বিছানা*

*রেখে যায় তার জন্য*

*ভাল একটা খাট*

*দ্বিতীয় ভাল খাট*

*দিয়েছে একটা খাট।*

আহা কী চিত্তাকর্ষক!

'সাধারণ গ্রামীণ জনগণের তখন খুব বেশি জিনিস ছিল না,' জন এগলিন্টন বলেন, 'এখনও তাদের অবস্থা একই আছে, যদি আমাদের নাটকগুলি তাদের সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করে থাকে।'

'চারণ ছিল গ্রামের ধনী লোক,' স্টিভেন বলে। 'তার ছিল কুলচিহ্ন, স্ট্রাটফোর্ডে এক বিশাল জমির খামার, লন্ডনের আয়ারল্যান্ড ইয়ার্ডে বাড়ি, গ্লোব থিয়েটারের মালিকানা, মামলা করে দখলে নেয়া সম্পত্তি, কৃষকদের

থেকে আদায় করা খাজনার টাকা। কেন সে তার বউকে তার সবচেয়ে ভাল খাটটা দিয়ে গেল না যদি সে চাইত বাকি জীবনটা বউ নাক ডেকে ঘুমিয়ে পার করে দিক?'

'তা হলে এটা পরিস্কার যে ওখানে দুইটা খাট ছিল, একটা শ্রেষ্ঠ, একটা দ্বিতীয় শেষ্ঠ,' উপস্থিত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বেস্ট সাহেব সুন্দর করে বলেন।

'*তালাকচে পেহেলে বিছানা আলাগ কর্ দো,*' বাক মালিগান আরও সুন্দর করে বলে আর স্মিতহাস্য করে যায়।

'ইতিহাস অনেক বিখ্যাত খাটের কথা বলে,' দ্বিতীয় এগলিন্টন ভুরু উঠিয়ে বলেন, বিছানার হাসি দিয়ে। 'আমাকে ভাবতে দাও।'

স্টিভেন বলে, 'প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস বলে, ঈশ্বরবিহীন দার্শনিক অ্যারিস্টটল, যে স্টাগাইরাইট নামেও পরিচিত, নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুর সময়, তার দাসদের মুক্তি আর টাকাপয়সা দেয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, তার বউ পিথিয়াসের হাড়গোড়ের পাশে কবরস্থ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, আর বন্ধুদের বলে যায় তার রক্ষিতা হেরপিলিসের প্রতি যেন তারা মমতা দেখায় আর তাকে তার বাড়িতে থাকতে দেয় (ভুলে যাবেন না রাজা দ্বিতীয় চার্লসও তার রক্ষিতা এলেনর গুইনের জন্য একই ব্যবস্থা করেছিল)।'

'তুমি কি মনে করো চারণ ওই ভাবে মারা গেছে?' বেস্ট সাহেব কিঞ্চিত চিন্তিতভাবে বলেন। 'আমি বলছি...'

'সে মারা গেছে মদে চুর হয়ে,' বাক মালিগান অন্যদের কথার মাঝখানে বলে। 'চার গেলাশ দামি বিয়ার, একটা রাজার জন্য যথেষ্ট। ও আচ্ছা, অধ্যাপক ডাউডেন কী বলেছে শুনুন!'

'কী?' এগলিন্টন বলেন।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এন্ড কোং লিমিটেড, স্টিভেন স্মরণ করে। জনগণের কবি উইলিয়াম। প্রকাশনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে যোগাযোগ করুন: ই. ডাউডেন। হাইফিল্ড হাউজ...

'সুন্দর!' বাক মালিগান কামাতুরভাবে শ্বাস নেয়। 'আমি ডাউডেনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম চারণের বিরুদ্ধে বালমেহনের অভিযোগের ব্যাপারে সে কী ভাবে। সে হাত তুলল আর বলল, "এক কথায় আমরা যা বলতে পারি তা হল তখন জীবন খুব আবেগপূর্ণ আর উদগ্র ছিল।" সুন্দর না!'

'বালমেহন, পায়ুকাম,' মালিগান যোগ করে।

'সৌন্দর্যের বোধ আমাদের পথভ্রষ্ট করে,' বিষাদপূর্ণ বেস্ট অনাকর্ষী এগলিন্টনকে বলেন।

অনড় এগলিন্টন বলে:

‘কেবল ডাক্তার ফ্রয়েড ওসবের ব্যাখ্যা দিতে পারে। কারও সৌন্দর্যবোধ থাকবে আর সে বিপথেও যাবে, তা হতে পারে না।’

‘আপনি কি তা-ই মনে করেন?’ বেস্ট সাহেব বলেন। ‘মনোবিজ্ঞানিরা কি আমাদের, আমার থেকে সৌন্দর্যবোধ কেড়ে নেবে? তারা কি শিল্পী থেকে সৌন্দর্যের পুরস্কার কেড়ে নিয়ে নীতিজ্ঞকে দেবে, অ্যান্টিসথেনিস যেমন করেছিল?’

‘আর মালিকানার বোধ,’ স্টিভেন বলে। ‘চারণ তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতার বিশাল নৈপূণ্য থেকে শাইলককে বের করে আনে। চারণ নিজে এক মদের কারবারি আর মহাজনের ছেলে আর নিজেও ভুট্টার কারবার আর মহাজনি করেছে আর দুর্ভিক্ষের বছর দশ টন যবের সীরা আর গম গুদামজাত করেছে। তার দেনাদাররা ছিল পাদ্রি শ্রেণির আর উচ্চ বংশীয়, তারা তার কারবারের সততার বিবরণ দিয়েছে, যেমন উঠে এসেছে লন্ডনের নাট্যকার ও প্রকাশক হেনরি চেটলের লেখায়, যাকে চারন নিজেই ভাঁড় জন ফলস্টাফ চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছে। চারণ এক বার আর এক মহাজন দেনাদারের বিরুদ্ধে কয়েক ব্যাগ যবের টাকার জন্য মামলা করেছে আর তা প্রকাশ করেছে শাইলকের মাধ্যমে, যে প্রতিটা ঋণ অনাদায়ে দেনাদারের এক পাউন্ড করে মাংস ক্ষতিপূরণ হিসাবে চেয়েছিল। এ সব না করলে কী করে চারণ বড়লোক হতে পারত যার শৈশব কেটেছে, জীবনীকার জন অব্রের মতে, ঘোড়া পেলে আর থিয়েটারের ভৃত্যের কাজ করে? সব পরিস্থিতিতে চারণ মুনাফা করতে পারঙ্গম ছিল। শাইলকের পাঠ মানুষকে ইহুদি-বিদ্বেষী করত যার পরিণতি হিসাবে রানী এলিজাবেথের চিকিৎসক ইহুদি রোডেরিগো লোপেজকে ফাঁসি দেয়া হয় আর চার টুকরা করা হয়, যখন হতভাগার হৃৎপিণ্ড বের করে আনা হয় তখনও সে জীবিত ছিল। *মার্চেন্ট অফ ভেনিসে* শাইলকের চিত্রণ এ ঘটনার প্রতিফলন। চারণের অন্য নাটকেও ইহুদিরা একই ব্যবহার পেয়েছে, যেমন *হ্যামলেট* ও *ম্যাকবেথে*, যা রচিত হয় স্কটল্যান্ড থেকে আসা জ্ঞানী রাজা প্রথম জেমসের শাসনামলে, যার প্রিয় কাজ ছিল জিশু-বিরোধীদের নিধন করা। *লাভার’স লেইবার লস্ট* নাটকে বিলাতের উপর স্পেইনের নৌবহরের ব্যর্থ হামলাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। চারণের ঐতিহাসিক নাটকগুলি, যা ইংরেজ জাতীয়তাবাদের উদযাপন, প্রথম বোয়ার যুদ্ধে মেফেকিং শহরের অবরোধের সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আদালতে ওয়ারউইকশায়ারের ক্যাথলিকদের আত্মপক্ষসমর্থনকে *ম্যাকবেথের* দারোয়ানের বাকচাতুর্য তত্ত্ব দিয়ে উপহাস করা হয়েছে। বার্মুডায় ডুবে যাওয়া সাগর অভিযান নামক জাহাজ থেকে ফিরে আসা নাবিকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে *দি টেম্পেস্ট* লেখা হয়, যার দ্বারা মুগ্ধ হয়ে এর অনুবৃত্তিস্বরূপ আর্নেস্ট রেনান *টেম্পেস্টের* ক্যালিবানের আর আমেরিকায় আমাদের আইরিশ অভিবাসীদের উপর ভিত্তি করে *ক্যালিবান* নামক নাটক লেখে। চারণ স্যার ফিলিপ সিডনির সনেটের অনুকরণে তার মিষ্টি সনেটগুলি লেখে। আর *দি মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর* নাটক – যা লেখা হয়েছে লাল চুলওয়ালী খিস্তিপ্রিয় কুমারী রানী এলিজাবেথ নিয়ে – সম্পর্কে বলব,

কোনও জার্মান গবেষককে জীবন পার করে দিতে দাও গবেষণা করে বের করতে ধোবীর বাক্সে লুকানো মোটকা ফলস্টাফ কী অর্থ বহন করে।'

স্টিভেন নিজেকে বলে, মনে হয় তুই ভালই এগুচ্ছিস। ধর্মতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান আর যুক্তিবিদ্যা মিশিয়ে আর একটু খিচুড়ি বানা। লাতিন ভাষায় যা: *আমি জলবিয়োগ করি, আমি জলবিয়োগ করেছি, আমি পানি ছেড়েছি, জলবিয়োগ করার সময়।* এই ভাবে।

'তা হলে প্রমাণ করো দেখি সে ইহুদি ছিল,' জন এগলিন্টন স্টিভেনের সাহস দেখতে চান, আশান্বিত চোখে। 'আসলে সে তো ছিল, তোমার শিক্ষক ফাদার জোসেফ ডার্লিংটনের মতে, এক ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক।'

একটু আস্তে যাই, স্টিভেন ভাবে।

'তখনকার দিনের আর সব মালের মতো চারণও নিশ্চয়ই জার্মানিতে তৈরি,' স্টিভেন উত্তর করে, 'ফ্রান্সে এসে মার্জিত হওয়া ক্ষমতাপাগল আর কামুক ইতালিয়ানরা যেমন ছিল।'

'চারণ অনেক মেধার এক লোক,' বেস্ট সাহেব তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। 'স্বয়ং কলরিজ এই কথা বলেছেন।' টমাস অ্যাকুইনাস লিখেছে আর স্টিভেন স্মরণ করে: অধিকন্তু, মানব সমাজে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে অনেকের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকবে।

'সন্ত টমাস,' স্টিভেন শুরু করে...

'*আমাদের জন্য প্রার্থনা করো,*' সন্ত মালিগান গোঁগোঁ করে লাতিনে বলে, আর চেয়ারে আরাম করে বসে।

মালিগান স্তোত্র পাঠের মতো একটা বেদনার চরণ আওড়ায়, কিছুটা আইরিশ ভাষায়, কিছুটা জন মিলিংটন সিঙ্গ থেকে ধার করে।

'*আমার পোঁদ চুম্মন করো! আমার হৃদয়ে কম্পন!* এই দিন থেকে আমরা শেষ! আমরা আজ নিশ্চিতভাবে পথের ফকির!

সবাই যার যার স্মিতহাসি হাসে।

'সন্ত টমাস,' স্টিভেন স্মিতহাস্যে বলে, 'যার বিশদ রচনাবলী আমি মূল লাতিনে পড়ে আনন্দ পেয়েছি, অজাচার ব্যাখ্যা করেছে ম্যাগি সাহেবের উল্লেখ করা ফ্রয়েডের তত্ত্বের বাইরে গিয়ে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। টমাস অজাচারকে তুলনা করেছে আবেগজনিত লালসার সাথে। সে বোঝাতে চেয়েছে এই পথে রক্তের সম্পর্কের কাউকে দেয়া প্রেম বাইরের লোককে স্বার্থপরভাবে বঞ্চিত করে, যে এমনকি তা গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। মজার বিষয় হল খ্রিস্টানরা ইহুদিদের লোভী মনে করে অথচ সব জাতির মধ্যে ইহুদিরাই সবচেয়ে বেশি নিজেদের মধ্যে বিয়েশাদি করে। মনে রাখতে হবে বেশির ভাগ সময় ওদের বিরুদ্ধে বদনাম দেয়া হয় মাথা গরম থাকা অবস্থায়। সুদ নিষিদ্ধ করা খ্রিস্টান আইন ইহুদিদের এক দিকে যেমন

সুদের কারবারের মাধ্যমে আসল বাড়ানোর সুযোগ করে দেয় (যেমন অত্যাচারিত সংস্কারবাদী লোলার্ডরা বিলাতের গৃহযুদ্ধের সময় নিরাপদে ছিল) তেমনি আবার তাদেরকে তাদের সমাজের বাইরে গিয়ে সম্পর্ক রচনার উপরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ব্যাপারটা পাপ না ভাল কাজ তা কেয়ামতের দিন দোজখের আগুনের স্রষ্টা সদা-ক্রুদ্ধ ঈশ্বর যাচাই করতে পারবে। তথাপি চারণের ক্ষেত্রে বলতে হয়, যে লোক নিজের সম্পত্তির উপর এত অধিকার খাটায় যা তার কাছে বোঝা মনে হয়, সেই লোক একই প্রগাঢ়তায় ওই মহিলার উপরও অধিকার খাটাবে যে তাকে তার বউ হিসাবে পরিচয় দেয়। এ অবস্থায় এ কথা বলা যায় যে, কোনও প্রতিবেশীই, যতই বন্ধুসুলভ হোক না কেন, ওই লোকের ষাঁড়, বউ, চাকর, চাকরানি আর গাধার উপর লোভ করার সাহস পাবে না।

'আর তার গাধী,' বাক মালিগান যোগ করে।

'ভদ্র উইলকে রূঢ়ভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে,' ভদ্র বেস্ট সাহেব ভদ্রভাবে বলেন।

'কোন্ উইল?' বাক মালিগান মিষ্টি করে মিহি সুরে বলে। 'আমরাতো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সেই উইল যে বেঁচে থাকবে,' জন এগলিন্টন দর্শন তত্ত্ব হাজির করেন, 'তার হতভাগিনী বিধবা অ্যানের জন্য, যে উইল মারাও যাবে।'

'*উইল, তুমি শান্তিতে ঘুমাও!*' স্টিভেন প্রাথনা করে। তারপর তার মনে হয় জর্জ উইলিয়াম রাসেলের কবিতা:

*যুদ্ধ করার সে উইল কোথায় গেল?*
*অনেক আগেই তা শূন্যে মিলিয়ে গেল...*

স্টিভেন বলে যায়:

'অ্যান, ঘোমটা পরা রানী, কাঠের মতো সোজা আর শক্ত হয়ে শোয় স্বামী থেকে পাওয়া তার *সর্বোৎকৃষ্ট* দ্বিতীয় ভাল খাটে, যার খোদাই-করা-কাজগুলি মনে হয় সাত গ্রামের বিস্ময়, যদিও সে কালে একটা খাট মানে বিশাল বিলাসিতা, এই কালে যেমন একটা মোটরগাড়ি। বৃদ্ধা বয়সে অ্যান সাহিত্যবিদ্বেষী গোঁড়া পাদ্রিদের দারস্থ হয় (আর যে পাদ্রি তার নিউ প্লেস নামক বাড়িতে থাকত তাকে সিটি কাউন্সিল দিনে এক লিটার করে স্প্যানিশ মদ দিত আর সে কোন খাটে ঘুমাত তা বুদ্ধিমানের জিজ্ঞেস না করাই উচিত) আর অ্যান এ ভাবে জানতে পারে যে তার একটা আত্মা আছে। বুড়ি অ্যান ধর্মগ্রন্থ পড়ত বা পাদ্রিকে দিয়ে তা পড়াত, যা সে *দি মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর* থেকে বেশি পছন্দ করত। রাতে পটিতে বসে মুততে মুততে সে পাদ্রিদের দেয়া পুস্তিকা, *বিশ্বাসিদের চোগা সেলাইয়ের সুঁই-সুতা* এবং *সর্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিকতার নস্যের কৌটা সর্বোৎকৃষ্ট পরহেজগারদের হাঁচি উঠানের জন্য*, থেকে বাণীগুলি স্মরণ করত। চারণের শৈশবের প্রেমের দেবী প্রার্থনা করার জন্য ঠোঁটে পাক

দেয়। অনুশোচনার দংশন: বিবেকের দংশন। ওটা ছিল এক রতিক্লান্ত বেশ্যাবৃত্তির যুগ যখন ব্যভিচারী নারী-পুরুষ ঈশ্বরের সন্ধান করত।'

'ইতিহাস প্রমাণ করে,' ইতিহাসের খবর রাখা এগলিন্টন বিলাপ করে বলেন। 'যুগ যায়, যুগ আসে। জিশু বলেছেন মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রুসমূহ তার ঘর আর পরিবারে বাস করে। আমি মনে করি আমাদের বন্ধু কবি রাসেল ঠিক আছেন। তাঁর স্ত্রী বা পিতা কেমন তাতে আমাদের কী যায় আসে? যে কবি শুধু পরিবারের জন্য কবিতা লেখে শুধু সেই কবিরই পারিবারিক জীবন আছে। ফলস্টাফের কোনও পারিবারিক জীবন ছিল না। আমি মনে করি ওই মোটা নাইট চারণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।'

রোগাপাতলা এগলিন্টন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন। এগলিন্টন আপনজনদের সম্পর্কে সতর্ক, স্টিভেন ভাবে। তারা গোঁড়া বিশ্বাসী হলে, যদি দরকার হয়, সে তাদের ত্যাগ করবে। সে শুধু গোপনে নাস্তিকদের সাথে সরাইখানায় মদই খায় না, মদের গেলাশও চুরি করে। এগলিন্টনকে ওর বাপ মিতব্যয়ী হতে বলেছে। বাপ হল আলস্টার প্রদেশের অ্যান্ট্রিম জেলার মানুষ। সে পনেরো দিনে এক বার এগলিন্টনের সাথে দেখা করে, যে দিন এগলিন্টন বেতন পায়। ম্যাগি সাহেব, স্যার, এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে। এগলিন্টন, ম্যাগি যার আসল নাম, বলে, আমার সাথে? উনি বলছেন উনি আপনার আব্বা। আমাকে আমার ওয়ার্ডসওয়র্থের উপর লেখা রচনাটা দাও, এগলিন্টন বলে। হাতে ধরা ঝাড়গাছের লাঠি দিয়ে মেঝেতে ঠকঠক বাড়ি দিয়ে ভেতরে আসেন ম্যাগি সিনিয়র ম্যাথু; বলিরেখাযুক্ত, অভদ্র, আধোয়া চুলবিশিষ্ট সিপাহী; পরনে সামনে বোতামলাগানো খাপবিশিষ্ট প্যান্ট; দুই ঠ্যাঙে দশ জঙ্গলের কাদা।

স্টিভেন এগলিন্টনের বাপের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের বাপের কথা ভাবে। ভাবে ব্লুম সম্পর্কে মালিগানের বলা কথা। ব্লুম তোকে চেনে। তোর বাপকে চেনে। যে সদ্য বিপত্নীক।

আলোকিত প্যারিসের নদীর ধার থেকে দৌড়ে এসে ডাবলিনের বাড়িতে মার মলিন মৃত্যুশয্যার সামনে এসে আমি বাপের হাত স্পর্শ করলাম, স্টিভেন স্মরণ করে। বাপের কণ্ঠ এক অচেনা উষ্ণতা ছড়িয়ে কথা বলল। মাগনায় গরিবের চিকিৎসা করা ডাক্তার বব কেনি মাকে দেখছিল। বাপের সেই চোখ যা আমার ভাল চাইত। কিন্তু ওই চোখ দুটিতো আমাকে চেনে না।

'যে পিতা আশাহীনতার বিরুদ্ধে লড়ছে,' স্টিভেন বলে, 'সে শয়তান হলেও অপরিহার্য। চারণ তার বাপের মৃত্যুর পরবর্তী মাসগুলিতে *হ্যামলেট* লেখে। যদি মনে করেন, অকালে চুলে পাক ধরা মানুষ যার ঘরে বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে, যে পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন পার করেছে, অথচ যার অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ বছরের জীবনের সমান, দান্তে যেমন বলেছে আমার জীবন-পথের মাঝামাঝি এসে, সেই লোক উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরত আসা দাড়ি-না-গজানো স্নাতক-পূর্ব ছাত্র হ্যামলেট, তা হলে আপনি

নিশ্চয়ই এই ধারণাও পোষণ করেন যে তার সত্তর বছর বয়সী মা হল কামে টইটম্বুর রানী গার্টরুড। না। জন শেক্সপিয়ারের লাশ রাতে হাঁটে না। ওই লাশ প্রতি ঘন্টায় আর একটু পচে। পিতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, রহস্যময় সেই দায়িত্ব পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে, সে বিশ্রাম নেয়। জিওভানি বোকাচ্চিওর কালান্দ্রিনো প্রথম ও শেষ ব্যক্তি যে সত্যিকার পিতৃত্ব অনুভব করেছিল। পিতৃত্ব, জনন প্রক্রিয়ার অনুভব হিসাবে, পুরুষের কাছে অজানা। এটা একটা অতীন্দ্রিয় অবস্থা, একটা আত্মিক অনুবর্তন যেমন ঈশ্বর থেকে অবতারের, শুধু জন্মদানকারিনী থেকে জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে। সেই অতীন্দ্রিয়তার উপর – কুমারী মেরির উপর নয় যাকে চতুর ইতালিয়ান মনীষা ইউরোপের সর্বহারাদের গিলিয়েছে ঈশ্বর আর জিশু একই নির্যাসের তৈরি এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়ে – ক্যাথলিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই পৃথিবী, যা মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র রূপ, প্রতিষ্ঠিত শূন্যের উপর। অনিশ্চয়তার উপর, অসম্ভবের উপর। জীবনে এক মাত্র সত্য হল মা-সন্তানের মধ্যে ভালবাসা, বস্তুনিষ্ঠভাবে কিংবা আপেক্ষিকভাবে, যে ভাবেই দেখা হোক না কেন। পিতৃত্ব বড় জোর একটা আইনগত কল্পচিত্র হতে পারে। কে নিশ্চিতভাবে দাবি করতে পারে যে সে কোনও পুত্রের পিতা, আর কোনও পুত্রই বা কেন তাকে ভালবাসবে, বা কোনও পিতা তাকে যাকে সে পুত্র বলে জানে?'

স্টিভেন নিজেকে মনে মনে বলে, তুই কোন দোজখের দিকে তোর মতামত ঠেলে দিচ্ছিস?

আমি জানি। চুপ কর্। আমাকে ভাবতে দেয়। এসব কথা বলছি, কারণতো নিশ্চয়ই আছে, স্টিভেন নিজেকে বলে।

স্টিভেন কিছু লাতিন শব্দ স্মরণ করে: *আরও। তথাপি। তারপরও। পরে।*

তোর্ শাস্তি কি এই যে তোকে এটা ব্যাখা করেই যেতে হবে? স্টিভেন নিজেকে প্রশ্ন করে।

'মা থেকে ছেলে যে দৈহিক লজ্জার দ্বারা পৃথক হয়,' স্টিভেন বলে, 'তা এত গভীর যে পৃথিবীর অপরাধ বিবরণীগুলি, যা অন্য সকল অজাচার আর পশুকাম দ্বারা কলুষিত, কদাচ এর সমকক্ষ হয়। মায়ে-ছেলে, বাপে-মেয়ে, বোনে-বোনে, সমকামী প্রেমিক অন্য পুরুষের সাথে, নাতিতে-নানিতে, জেলের দরজার ফুক্কা দিয়ে যা দেখা যায়, রানীরা রাজকীয় পশুকূলের সাথে। পেটে থাকা পুত্র মার সৌন্দর্য নষ্ট করে: জন্মের পর সে মাকে দুঃখ দেয়, বাপের প্রাপ্য স্নেহে ভাগ বসায়, মায়ের ক্রমবর্ধমান পরিচর্যা পায়। সে এক নতুন পুরুষ: তার বৃদ্ধি মানে তার পিতার ক্ষয়, তার যৌবন তার পিতার ঈর্ষা, তার বন্ধু তার পিতার শত্রু।'

প্যারিসের মনসিয়ু-লে-প্রিন্স রাস্তার পতিতালয়ে আমি এসব ভেবেছিলাম, স্টিভেন স্মরণ করে।

'বাপ আর সন্তানের মধ্যে তা হলে কোন জিনিস সংযোগ স্থাপন করে?' স্টিভেন বলে। 'শুধু এক মুহূর্তের অন্ধ ঘর্ষণ।'

আমি কি একটা পিতা? যদি আমি?

সঙ্কুচিত অনিশ্চিত হাত, স্টিভেন তার পিতার কথা মনে করে।

'আফ্রিকান সাবেলিয়াস মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবেদী উৎপথগামী পাদ্রি ছিল, যে বিশ্বাস করত ঈশ্বর নিজেই তার পুত্র,' স্টিভেন বলে। 'অধিকতর বুদ্ধিমান টমাস অ্যাকুইনাস, যার কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়, সাবেলিয়াসের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তর্ক হল: কোনও পুত্রবিহীন পিতা যদি পিতা না হয়, তা হলে পিতাবিহীন কোনও পুত্র কি পুত্র হতে পারে? যখন ম্যানার্স-থুক্কু-ব্যাকন-থুক্কু-রাইওথেসলি-থুক্কু-শেক্সপিয়ার অথবা *কমেডি অফ এরর*-এর কোনও চরিত্র হ্যামলেট লেখে, আর সে যখন আর ছেলে নয়, তখন সে তাকে শুধু তার নিজের ছেলের বাপ হিসাবেই দেখে না, সে মনে করে সে তার সারা বংশের বাপ, এমনকি তার দাদার এবং ভবিষ্যৎ নাতিরও, আর এই নিয়মে, সে নাতি কখনও জন্মগ্রহণই করে না, কারণ প্রকৃতি, ম্যাগি ওরফে এগলিন্টন সাহেবের মতে, ত্রুটিহীনতাকে ঘৃণা করে।'

এগলিন্টনের চোখজোড়া, সহসা পুলকিত, সলাজ ঔজ্জ্বল্যে স্টিভেনের দিকে চায়। তার সুখী প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের বৈশিষ্টসূচক কৃতজ্ঞতায় ভরা চোখ ফেলে, যেন জড়ানো লতাপাতার ভেতর দিয়ে।

এগলিন্টন চাটুকারিতা কম করে, তবে করে, স্টিভেন ভাবে।

'ঈশ্বর নিজেই তার পুত্র,' পুত্র মালিগান স্বগতোক্তি করে। 'দেখো। গর্ভ ধারণ করে আমি মোটা হয়ে গেছি। আমার মগজে জন্মগ্রহণ না করা এক শিশু আছে। পালাস আথেনা, যে জিউসের কপাল থেকে বের হয়েছিল! নাটক হ্যামলেট! নাটকের মধ্যে নাটক! আমাকে প্রসব করতে দাও!'

মালিগান কপাল আর পেট খামচে ধরে, প্রসব সহজ করার জন্য।

'চারণের পরিবার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়,' স্টিভেন বলে, 'তার মা মেরি আর্ডেনের নাম এখনও আর্ডেনের জঙ্গলের সাথে জড়িয়ে আছে। *করিয়লেনাস* নাটকে ভলামনিয়া চরিত্রের মাধ্যমে সে তার মায়ের মৃত্যুদৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তার শিশুপুত্রের মৃত্যু থেকে সে কিং জন নাটকের তরুণ আর্থারের মৃত্যুর দৃশ্য লিখেছে। শোকের কালো পোশাক পরিহিত হ্যামলেট হল তার পুত্র হেমনেট শেক্সপিয়ার। *দি টেম্পেস্ট*, *পেরিকলস*, *উইন্টার'স টেল* নাটকসমূহের নারীদের আমরা চিনি। ক্লিওপেট্রা বা মিশরের বেশ্যা, ক্রেশিডা আর ভেনাস কারা, আমরা শুধু ধারণা করতে পারি। তার পরিবারের আরও একজন সদস্য আছে যার ঘটনাও লেখা হয়েছে।'

'গল্পের রূপরেখা ঘন হয়ে আসছে,' জন এগলিন্টন বলেন।

কুয়েকার লিস্টার পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে, অস্থিতিশীল কদমে, বিচলিত মুখে, ফিরে আসেন। তাঁর অস্থিতিশীল কদম, বুটের ক্যাচক্যাচ শব্দ।

ঘরের দরজা বন্ধ হয়। আজকের মতো।

তাঁরা শোনেন। তিন জন। তাঁরা।

আমি তুমি সে তারা।

আসুন, অংশগ্রহণ করুন।

স্টিভেন: 'চারণের ছিল তিন ভাই: গিলবার্ট, এডমন্ড, রিচার্ড। বৃদ্ধ বয়সে গিলবার্ট কয়েকজন রাজতন্ত্রপন্থীকে বলে, এক বার সে লন্ডনের এক থিয়েটারের দারোয়ান থেকে একটা মাগনা টিকেট পেয়ে ভেতরে গিয়ে ওর ভাই নাট্যকার মাস্টার উইলকে দেখে এক নাটকে অভিনয় করতে, যেখানে উইল এক লোকের পিঠে চড়ে কুস্তি লড়ছে। নাট্যমঞ্চটা গিলবার্টের বুকে শিহরণের ঢেউ তোলে। গিলবার্টের আর কোথাও কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু এক এডমন্ড আর এক রিচার্ডকে মিষ্টি কবি উইলিয়ামের সৃষ্টিকর্মে অমর করে রাখা হয়েছে।'

ম্যাগি ওরফে এগলিন্টন বলেন: 'নাম! নামে কী আসে যায়?'

বেস্ট: 'তুমি জানো আমার নাম রিচার্ড। আশা করি তুমি রিচার্ড সম্পর্কে ভাল কিছু বলবে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমার জন্য হলেও ভাল কিছু বলো।' বেস্ট সাহেব অট্টহাস্য করেন।

বাক মালিগান (পিয়ানো বাজছে, ক্ষীণ স্বরে):

*বীর্যবান ডাক্তার ডিক চেঁচিয়ে বলে, ডাক্তার ড্যাভি*

*বল্ কে বড়, তুই আর তোর ধন, না আমি...*

স্টিভেন: 'সেই তিন দুবৃত্তের মধ্যে – চারণের ত্রিত্ব, তথা স্বেচ্ছায় খারাপ হওয়া খলনায়কের মধ্যে, অর্থাৎ *ওথেলোর* ইয়াগো, *রিচার্ড থ্রি'র* রিচার্ড ক্রুকব্যাক আর *কিং লিয়ারের* এডমন্ডন – দু'জনের নাম চারণের দুই দুষ্ট ভাইয়ের নামে। চারণ কিং লিয়ার লিখেছে বা লিখছিল ওই সময়ে যখন তার ভাই এডমন্ড সাউথওয়ার্কে মৃতু শয্যায় শায়িত ছিল।'

বেস্ট: 'আশা করি এডমন্ড ওটা করবে। আমি চাই না রিচার্ড, আমার নামে নাম...'

সবাই অট্টহাস্য করে।

কুয়েকার লিস্টার (কদম ফেলে *ওথেলো* থেকে ইয়াগোর সংলাপ বলেন): যে আমার নাম কেড়ে নেয়...'

স্টিভেন:'(দ্রুতলয়ে) চারণ তার নাটকে তার সুন্দর নামখানা, উইলিয়াম, লুকিয়েছে। কোথাও হিরো হিসাবে, কোথাও ভাঁড় হিসাবে, যে ভাবে পুরনো ইতালিয়ান চিত্রশিল্পীরা তাদের চিত্রপটের অনুজ্জ্বল কোনায় নিজের মুখখানা স্থাপন করত। সে তার সনেটে তাকে প্রকাশ করেছে যার মধ্যে উইল শব্দটা বারবার এসেছে। তার সৃষ্ট চরিত্র জন ও'গন্টের মতোই তার নিজের নাম তার কাছে আদরের, যেমন তার পছন্দ হল নামফলক আর পদবি, যা একটা কোনাকুনি কালো ডোরার মাঝে একটা পিতলের বর্শা যার ফলা সোনায় মোড়ানো, যা সে তোষামোদের মাধ্যমে অর্জন করে, তার নাটকের কথা থেকে যাকে বলা যায়, 'সম্মানেসম্মানেভূষিতহওয়ারউপযুক্তপর্যায়', যা

তার কাছে বিলাতের সেরা অভিনেতা হিসাবে প্রাপ্ত সম্মানের চেয়ে বেশি গৌরবের। নামে কি আসে যায়? এটা আমরা শৈশবে মনে মনে বলি যখন আমরা নাম লিখি যা আমাদের নাম হিসাবে আমাদের শিখিয়ে দেয়া হয়। চারণের জন্মের সময় একটা তারা, মানে একটা শুকতারা, একটা উল্কা, উত্থিত হয়েছিল। ওটা দিনের আকাশে একা জ্বলে, রাতের শুকতারার চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে, আর রাতে ওটাকে দেখা যেত ডেল্টার উপর, ক্যাশিওপাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের তারা, হেলানো W আকারের এই তারকাপুঞ্জ মহাবিশ্বে চারণের স্বাক্ষর বহন করে। শটারি গ্রামে অ্যানের বাহু থেকে নেমে মাঝরাতে গ্রীষ্মের শান্ত মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে সে ওই তারকা দেখতে পেত, যা তখন বড় সপ্তর্ষীর পূর্বে দীগন্তের কাছে নেমে আসত।'

ততক্ষণে অ্যান আর উইল দুজনেই কাম তৃপ্ত, স্টিভেন ভাবে। আমিও, আমার শ্রোতাদের মুগ্ধতা দেখে।

ওদেরকে বলা যাবে না যে চারণের নয় বছর বয়সে ওই তারা নিভে গিয়েছিল।

আর চারণও, অ্যানের হাত থেকে খসে গিয়েছিল।

স্টিভেন চারণের কিছু লাইন স্মরণ করে। তোর কাছে প্রেম চাওয়ার জন্য আর তোকে প্রেমে জয় করে নেয়ার জন্য অপেক্ষা কর্। ওরে, কে তোকে প্রেম নিবেদন করবে? ওহে অর্ধনারী কাপুরুষ। কে তোকে প্রেমের প্রস্তাব দেবে?

আকাশের দিকে দেখ্, হে আত্মপীড়ক, হে মুকুট পরা ষাঁড়, তোর ভবিষ্যৎ কী? স্টিভেন, স্টিবেন, পাউরুটিটা সমান করে কাট, প্রত্যেক টুকরা তোর অস্তিত্বের খণ্ড। স্টিভেন ডেডালাস: এস. ডি.: *সুয়ো ডোন্না*: তার নারী। হ্যাঁ, তার। মোহ হারানো স্টিভেন সিদ্ধান্ত নেয় সে ভালবাসবে না।

'ব্যাপারটা কী, ডেডালাস সাহেব?' গ্রন্থাগারিক লিস্টার জিজ্ঞেস করেন। 'ওটা কি তবে একটা মহাজাগতিক বিষয় ছিল?'

'অবশ্যই। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, মুসাকে পথ দেখিয়েছে,' স্টিভেন বলে, 'রাতে এক তারা, আর দিনে এক মেঘের স্তম্ভ।'

ওদের আর কী বলা যায়, স্টিভেন ভাবে।

স্টিভেন তার হাতের লাঠি, হ্যাট আর বুটের দিকে তাকায়।

গ্রিক ভাষায় আমার নামের অর্থ হল আমার মুকুট, আমার বিজয়, স্টিভেন ভাবে। আমার তরবারি। আর মালিগানের এই চিপা বুট আমার পায়ের গঠন নষ্ট করে দিচ্ছে। এক জোড়া কিনে নেয়, স্টিভেন। আমার মোজায় অনেক ফুটা। রুমালেও।

'আমাদের সাথে আলাপে তুমি যে কোনও নামের অর্থগুলি বেশ ভালভাবে প্রয়োগ কর তা আমরা জানি,' জন এগলিন্টন স্বীকার করেন। 'তোমার নামটা অনেক অদ্ভুত। ধারণা করি এটা তোমার বিচিত্র রসবোধের কারণ।'

আমি, ম্যাগি আর মালিগান, স্টিভেন ভাবে।

বাজপাখির মতো পুরুষ, গ্রিক পুরাণের ডেডালাস, অবিশ্বাস্য প্রকৌশলী, পাখা বানাল নিজের জন্য আর ছেলে ইকারাসের জন্য। ইকারাস উড়তে উড়তে সূর্যের কাছে যায়, সূর্য তার ডানা পুড়ে দেয়, ইকারাস মাটির দিকে পড়তে থাকে। বাবা, পড়ে যাচ্ছি, ইকারাস কাঁদে। ইকারাস মাটিতে পড়ে। সেই ঘটনার পর তিতির পাখি সব সময় মাটির কাছাকাছি ওড়ে। স্টিভেন, একালের ইকারাস, তুইও উড়ে গেছিস। কোথায়? জাহাজে করে নিউহ্যাভেন-ডিপের রুট ধরে প্যারিসে, তৃতীয় শ্রেণির যাত্রী হয়ে। আবার ফিরেও এলি। স্টিভেন, তুই এখন তিতির পাখি। সাগর জলে ভেজা, অসহায়, ভাসমান। তুই আবার উড়বি।

বেস্ট সাহেব তাঁর হাতে ধরা বইটা তুলে ধরে নিয়ন্ত্রিত আবেগসহকারে বলেন:

'তিন ভাইয়ের বিষয়টা, তুমি জানো না, আমরা আমাদের আইরিশ পুরাণেও পাই। এই মাত্র তুমি যা বললে। শেক্সপিয়ার আর তার তিন ভাই। গ্রিম ভাইদের লেখা পরীদের গল্পে পাই, তুমি জানো না। তৃতীয় ভাই, যে সব সময় ঘুমন্ত সুন্দরীকে বিয়ে করে আর সেরা পুরস্কার জেতে।'

বেস্ট অফ বেস্ট ব্রাদার্স, উকিলের অফিস, স্টিভেন ভাবে। গুড, বেটার, বেস্ট।

গ্রন্থাগারিক লিস্টার সহসা নিকটে এসে থামেন।

'আমি জানতে চাই,' তিনি বলেন, 'কোন ভাইকে তুমি বোঝাতে চাও... বুঝতে পারছি তুমি ভাইগুলোর এক জনের দুষ্কর্মের দিকে ইশারা করছো... নাকি আমি নিজে নিজেই উপসংহারটা টানছি?'

লিস্টার থামেন, সবার দিকে তাকান, কথা বলা থেকে বিরত থাকেন।

এক জন সহকারী দরজার কাছ থেকে ডাকেন:

'মিস্টার লিস্টার, ফাদার ডিনিন আপনাকে...'

'ও, আচ্ছ, ফাদার ডিনিন! সরাসরি।'

দ্রুত, জুতার ক্যাচক্যাচ আওয়াজ তুলে, সোজাসুজি, ক্যাচক্যাচ করে, লিস্টার চলে যান।

জন এগলিন্টন আলোচনার সূত্র টেনে ধরেন।

'ঠিক আছে,' তিনি বলেন, 'আচ্ছা, আমরা শুনি রিচার্ড আর এডমন্ড সম্পর্কে তোমার কী বলার আছে। তুমি ওদের রহস্যটা ধরে রেখেছো, তাই না?'

'রিচি কাকা আর এডমন্ড কাকা, চারণের ওই দুই কৃষক ভাইকে স্মরণ রাখতে বলে মনে হয় আমি খুব বেশি আশা জাগিয়েছি,' স্টিভেন বলে। 'মানুষ ভাইকে তত সহজে ভুলে যায় যত সহজে সে একটা হারানো ছাতা ভুলে যায়।'

তিতির পাখি, স্টিভেন স্মরণ করে।

তোর নিজের ভাইটা কই, স্টিভেন? ওই যে কোনায় ওষুধের দোকানে, ওষুধ বেচে। আমার চিন্তার সহযোদ্ধা। সে, তারপর ক্র্যানলি, মালিগান। এখন এরা। বল্, বলে যা। ভাল করে তোর ভূমিকা পালন কর্। ভাল করে বক্তৃতা দে। ওরা তোকে ক্ষ্যাপায় তোকে পরীক্ষা করার জন্য। চালিয়ে যা। ওদের কথার জবাব দে।

আকাশে উড়তে ভয় পাওয়া তিতির পাখি।

আমার গলা ক্লান্ত, যেন তা ইসাউর গলা, ভাই ইয়াকুব নবি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসাউ। একটু শরবত দরকার, যেমন রাজা তৃতীয় রিচার্ডের দরকার ছিল একটা ঘোড়ার, যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করতে।

সামনের দিকে যাই।

'বলতে পারেন চারণের নাটকে ব্যবহৃত নামগুলি ঐতিহাসিক বিবরণসমূহে ছিল, যা থেকে চারণ গল্প সংগ্রহ করেছে। প্রশ্ন আসে কেন সে কিছু নাম ব্যবহার করল আবার কিছু করল না? কুঁজো রিচার্ড, এক বেশ্যার জারজ সন্তান, এক বিধবাকে ভাগায়, জয় করে, বিছানায় নেয়, যে বিধবার নাম অ্যান (তারপরও বলবেন নামে কি বা আসে যায়?), যে এক খানকি বিধবা, ভাতারের জ্বালা থেকে মুক্ত। বিজয়ী রিচার্ড, তৃতীয় ভাই, এল বিজিত উইলিয়ামের পরে। ওই নাটকের অন্য চারটি অঙ্ক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। চারণের চিত্রিত সব রাজার মধ্যে এক মাত্র তৃতীয় রিচার্ডকে সে ভক্তি দিয়ে ঢেকে রাখেনি, পৃথিবীর অন্যতম ফেরেশতারূপে হাজির করেনি। কিং লিয়ারের গল্পের ভেতর কেন ফিলিপ সিডনির আর্কাডিয়া নাটক থেকে আর একটা গল্প ঢোকানো হল আর তাকে একটা প্রাচীন কেল্টিক উপকথার সাথে সংযুক্ত করা হল যেখানে এডমন্ডকে প্রণিধানযোগ্য চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করা হল?'

'ওটা চারণের কাজের ধরন,' জন এগলিন্টন প্রতিরোধ করেন। 'আমরা এখন নিশ্চয়ই কোনও নর্ডিক গল্পের সাথে জর্জ মেরেডিথের একটা উপন্যাসের কিছু অংশের জোড়া লাগাব না। এটা কী করে হয়, আইরিশ গল্পকার জর্জ মুর হলে বলত। অথচ চারণ বোহেমিয়াকে সমুদ্রের তীরে স্থাপন করেছে আবার ইউলিসিসকে দিয়ে অ্যারিস্টটলের বাণী পাঠ করিয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' স্টিভেন যেন নিজেকে উত্তর করে। 'এক মিথ্যুক, দখলদার, ব্যভিচারী ভাইয়ের (অথবা ওই তিন ভাইয়ের) বিষয়টা চারণের নাটকগুলিতে সব সময় এসেছে, এমনকি দারিদ্র্যও যেখানে সব সময় আসেনি। নির্বাসনের ধারণা, মন থেকে নির্বাসন, ঘর থেকে নির্বাসন, অডিসিয়াসের মতো, *দি টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা* থেকে শুরু করে *টেম্পেস্ট* পর্যন্ত বিরাজমান, যেখানে প্রসপেরো হাতের লাঠি ভাঙ্গে, মাটিতে পুঁতে আর হাতের বই জলে ডুবায়। বিশ্বাস ভঙ্গ চারণের মধ্য জীবনে ঘটে, অন্য জায়গায় ঘটে, বার বার ঘটে, ঘটে সূচনায়, কাহিনীর নির্মাণে, পরিণতিতে, বিপর্যয়ে। আবার তার পুনরাবৃত্তি হয়, চারণের জীবনের শেষের দিকে, যখন তার বিবাহিতা কন্যা, মায়ের চরিত্র পাওয়া, সুসান ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হয়। আদি-পাপ চারণের বোধকে আচ্ছন্ন করে, তার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে, আর তার মধ্যে পাপের দিকে ধাবিত হওয়ার শক্তিশালী

প্রবণতা বপন করে। এগুলি আমার নয়, আমাদের ম্যানুথ শহরের লর্ড বিশপদের কথার অনুরণন। আদি পাপ রক্তে মেশা যা মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, এমন পাপ যা এক জন করেছে এবং অন্য জনও দোষের ভাগিদার হয়েছে। এটা চারণের শেষ লেখাগুলির মধ্যে গাঁথা আছে, খোদাই করা আছে তার কবরের পাথরে, যার নিচে অ্যানের হাড্ডির জায়গা হয়নি। চারণ যেমন ক্লিওপেট্রা সম্পর্কে লিখেছে, সময় যা মলিন করতে পারেনি। রূপ আর শান্তি তা ধ্বংস করতে পারেনি। চারণের শিল্পের জগতে আদিপাপ আর বিশ্বাসভঙ্গ সবখানে, অসংখ্য রূপে, *মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং*-এ, *অ্যাজ ইউ লাইক ইট*-এ দুই বার, *টেম্পেস্ট*-এ, *হ্যামলেট*-এ, *মেজার ফর মেজার*-এ, এবং অন্য সব নাটকে যেগুলি আমি পড়িনি।'

মনকে মনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্টিভেন হাসে।

বিচারক এগলিন্টন সব কথা এক সাথে করেন।

'সত্যের অবস্থান মাঝামাঝি,' তিনি জোর দিয়ে বলেন। 'চারণই ভূত আবার চারণই রাজপুত্র। চারণ সব চরিত্রে।'

'ঠিক তা-ই,' স্টিভেন বলে। 'প্রথম অঙ্কের ছোট ছেলেটি পঞ্চম অঙ্কের পরিণত পুরুষ। সব কিছু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। *সিম্বেলাইন* আর *ওথেলোতে* সে একই সাথে বেশ্যার দালাল আর অসতীপতি। চারণ একই সাথে সকল অঘটনের ঘটক ও ফলভোগী। কী আদর্শের কী বিপথগামিতার, পূজারী হিসাবে সে হল ডন হোসে, যে প্রকৃত কার্মেনকে হত্যা করে। তার নিষ্ঠুর মন হল প্রমত্ত ইয়াগো যে নিজের মধ্যে বিরজামান কৃষ্ণাঙ্গ ওথেলোকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।'

'কুককু! কুককু!' পরস্ত্রী ভোগ করা মালিগান অশ্লিলভাবে বলে। 'অবিশ্বাসিনীর শিৎকার, কী আঘাতই না হানে ভাতারের বুকে!'

লাইব্রেরি ঘরের অন্ধকারময় গম্বুজ মালিগানের শব্দগুলি গ্রহণ করে আর প্রতিধ্বনি হিসাবে ফিরিয়ে দেয়।

'আর সে কী যে এক চরিত্র ইয়াগো,' দমে না যাওয়া জন এগলিন্টন স্যোৎসাহে বলেন। 'উপসংহারে আমরা ছেলে আলেকসান্দ্র ডুমার (নাকি বাপ ডুমার) কথায় ফিরে আসতে পারি। ঈশ্বরের পর, শেক্সপিয়ারই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।'

'কেউ চারণকে সুখী করতে পারেনি, না পুরুষ, না নারী,' স্টিভেন বলে। 'এক জীবনের অনুপস্থিতিরি পর সে ফিরে যায় সেখানে যেখানে সে জন্ম গ্রহণ করেছিল, যেখানে সে সব সময় ছিল, পুরুষ এবং বালক হিসাবে, এক নীরব দর্শক হয়ে। সেখানে তার জীবনের যাত্রা সমাপ্ত হয়। সে তার তুঁত গাছ রোপণ করে। সে মৃত্যুবরণ করে। সকল চলাচল বন্ধ হয়। গোরখনকরা পিতা হ্যামলেট ও পুত্র হেমল্যাটকে কবর দেয়। অবশেষে মৃত্যুতে চারণ এক রাজা ও এক রাজপুত্র, পটভূমিকায় করুণ সুর। যদিও বধকৃত ও প্রতারিত, সব দুর্বল ও কোমল হৃদয় তার জন্য শোক করে, কি ড্যানিশ কি ডাবলিনার, মৃত চারণের জন্য দুঃখমালা ছিল একমাত্র শয্যাসহচর যা থেকে তারা পৃথক হতে অস্বীকৃতি জানায়। আপনি যদি শেষ দৃশ্যটা পছন্দ করেন, তবে তা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন। ধনী প্রসপেরো পুরস্কৃত হয়েছে, লিজি নানার আদরের নাতনিতে পরিণত হয়, আর চাচা রিচি, মন্দ লোক, যাকে ঈশ্বরের শাস্তি সেখানে পাঠিয়েছে যেখানে মন্দ নিগ্রোরা যায়। এটা নাটকীয় অভিঘাত। চারণ আবিষ্কার করেছিল, যা তার চিন্তার জগতে তৈরি হয়, তা বাইরের জগতে করে দেখানো সম্ভব। মরিচ

মেটারলিংক বলে: *যদি সক্রেটিস আজ তার বাড়ির বাইরে যায়, সে দেখবে জ্ঞানী সক্রেটিস তার দরজার বাইরে বসে আছে। আজ রাতে যদি জুডাস বাইরে যায়, তার প্রতি কদম তাকে জুডাসের দিকে নিয়ে যাবে।* প্রতিটা জীবন হল অনেকগুলি দিন, দিনের পর দিন। আমরা নিজেদের ভেতর দিয়ে হাঁটি, দেখা পাই ডাকাতের, ভূতের, দানবের, বৃদ্ধের, যুবকের, স্ত্রীদের, বিধবাদের, শালাশালিদের, কিন্তু সব সময় আমরা নিজেদের দেখা পাই। চারণ এই পৃথিবীর ফর্দ রচনা করেছে আর তা কাঁচা ভাবেই করেছে (সে আমাদের প্রথমে আলো দিয়েছে আর তার দুই দিন পরে দিয়েছে সূর্য), সে সব কিছুর যা যে ভাবে পেয়েছে, সে ভাবে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, চারণ সেই সত্তা যাকে রোমান ক্যাথলিকরা দিয়ো বোইয়া নামে ডাকে, যে জল্লাদ খোদা, সে নিঃসন্দেহে আমাদের সবার উপরে, যে আস্তাবলের বালক ও কসাই, আর যে বেশ্যার দালাল ও অসতীপতি, কিন্তু স্বর্গের জীবনে, হ্যামলেট যেমন আগেই বলে রেখেছে, কোনও দাম্পত্য নাই, কোনও মহিমান্বিত পুরুষ নাই, আছে শুধু এক উভলিঙ্গ ফেরেশতা, যে নিজেই নিজের শয্যাসঙ্গী।'

'পেয়ে গেছি,' মালাকাই মালিগান চেঁচায়। 'পেয়ে গেছি।'

সহসা উৎফুল্ল মালিগান এক লাফে জন এগলিন্টনের ডেস্কে পৌঁছে যায়।

'তা হলে কি আমি বলতে পারি?' সে বলে। 'ঈশ্বর মালাকাইয়ের সাথে কথা বলেছে।'

সে একটা কাগজের উপর লিখতে শুরু করে।

যাওয়ার সময় এখান থেকে কয়েকটা কাগজের পাতা নিয়ে যাব, স্টিভেন ভাবে।

'যারা বিবাহিত,' ভদ্র বার্তাবাহক বেস্ট সাহেব বলেন, 'তাদের মধ্যে এক জন ছাড়া সবাই বেঁচে থাকবে, হ্যামলেট যেমন বলেছিল। বাকিরা যেমন আছে তেমন থাকবে।'

ব্যাচেলর বেস্ট ব্যাচেলর অফ আর্টস হাসেন এগলিন্টন জোহানেসের দিকে চেয়ে।

এই সব গ্রন্থাগারিকগণ, স্টিভেন ভাবে, অকৃতদার, অভালবাসিত, রতিচাপপ্রতিরোধিত, তারা প্রতি রাতে *দ্য টেমিং অফ দি শ্রু*-এর বিভিন্ন সংস্ককরণের পাতা উল্টায় আর ভাবে।

'তুমি একটা মোহ,' জন এগলিন্টন স্টিভেনকে খোলাখুলি বলে। 'তুমি আমাদের এ জায়গায় এনেছো একটা ফরাসি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী দেখানোর জন্য। তুমি কি নিজে তোমার তত্ত্ব বিশ্বাস করো?'

'একেবারেই না,' স্টিভেন উত্তর দিতে দেরি করে না।

'তুমি কি এটা লিখতে যাচ্ছো?' বেস্ট সাহেব জিজ্ঞেস করেন। 'তুমি এটা সংলাপ আকারে লিখতে পারো, জানোতো, অস্কার ওয়াইল্ড যেমন লিখেছিল প্ল্যাটোর লেখার অনুকরণে।'

সারগ্রাহী জন এগলিন্টন দ্বিগুণ প্রগাঢ়তায় স্মিতহাস্য করেন।

'সে ক্ষেত্রে আমি বলব,' এগলিন্টন বলেন, 'তোমার এই লেখার জন্য টাকা চাওয়া ঠিক হবে না, যেহেতু তুমি নিজেই তা বিশ্বাস করো না। সমালোচক এডওয়ার্ড ডাউডেন মনে করে হ্যামলেটে কিছু রহস্য আছে, কিন্তু সে এর বেশি কিছু বলেনি। হের ব্লাইবট্রু, যার সাথে আমাদের বন্ধু পাইপারের বার্লিনে দেখা হয়েছিল, যে চারণের

নাটকগুলো মূল রচয়িতা হল রুটল্যান্ডের পঞ্চম আর্ল রজার ম্যানার্স, এই তত্ত্বের উপর গবেষণা করছে, মনে করে স্ট্র্যাটফোডের মনুমেন্টের নিচে সত্য লুকিয়ে আছে। পাইপার বলল, সে রুটল্যান্ডের বর্তমান ডিউক জন জেমস রবার্ট ম্যানার্স-এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ডিউকের কাছে প্রমাণ করতে যে তার পূর্ব পুরুষ রজার ম্যানার্স নাটকগুলি লিখেছিল। ব্যাপারটা মাননীয় ডিউককে হতবাক করবে। তবে ব্লাইবট্রু তার তত্ত্ব বিশ্বাস করে।'

স্টিভেন বাইবেল থেকে স্মরণ করে, আমি বিশ্বাস করি, ও ইশ্বর আমায় সাহায্য করো, কারণ আমি অবিশ্বাসও করি। এর মানে কি, হয় আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করো, নয় আমাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করো? কে আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে? আমিই করব। কার কথা ওরা অবিশ্বাস করবে? অবশ্যই এগলিন্টনের।

'ডানা পত্রিকায় লেখা পাঠানো তুমিই এক মাত্র ব্যক্তি যে টাকা চেয়েছে,' এগলিন্টন বলেন। 'পরবর্তী সংখ্যা কখন বের হবে আমি জানি না। সম্পাদক ফ্রেড রায়ান রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর একটা লেখার জন্য জায়গা খালি রাখতে চায়।'

ফ্রেডরিন, বেটা ঠিক মতো উচ্চারণই করতে পারিস না, স্টিবেন মনে মনে বলে। ফ্রেডের থেকে দুটি রৌপ্য মুদ্রা ধার নিয়েছিলাম। একটা কঠিন সময় অতিক্রম করার জন্য। সে এখন অর্থনীতি ছাপবে।

'এক গিনির পরিবর্তে আপনি আমাদের এই কথাবার্তা ছাপতে পারেন,' স্টিভেন বলে।

বাক মালিগান হাসতে হাসতে ছেঁড়া কাগজে তার লেখা শেষ করে ওঠে, তারপর গুরুগম্ভীর হয়ে বলে, ঈর্ষাতে মধু মাখিয়ে:

'আমি আপার মেকলেনবার্গ স্ট্রিটের লাল-আলো-জেলায় কবি কিঞ্চের গ্রীষ্মকালীন নিবাসে দেখা করতে যাই আর দেখি সে টমাস অ্যাকুইনাসের *অখ্রিস্টানদের প্রতি এক খ্রিস্টানের আহ্বান* বইটাতে ডুবে আছে, ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্য আছে প্রমেহ রোগে আক্রান্ত দুটি মেয়ে, নেল্লি দি ফ্রেশ আর কয়লাঘাটের বেশ্যা রোস্যালি।'

মালিগান দরজার দিকে হাঁটে।

'আয়, কিঞ্চ। আয়, এঙ্গাস, আমাদের প্রেমের দেবতা, উড়ন্ত পাখি।'

স্টিভেনের মনে পড়ে সকালেও মালিগান একই ভাবে বলেছিল। আয়, কিঞ্চ। তুই আমাদের সব ঝুটা খেয়ে শেষ করেছিস। আমি তোকে রুটির কোনা, মাংসের হাড্ডি সব খেতে দেব।

স্টিভেন ওঠে।

'তোমার সাথে রাতে দেখা হবে,' জন এগলিন্টন বলে। 'বন্ধু মুর বলেছে মালাকাই মালিগানকেও ওখানে থাকতে হবে।'

বাক মালিগান সগর্বে তার প্রশস্ত হ্যাট আর হাতে ধরা কাগজের টুকরা নাড়ে।

নেড়ে ধন্যবাদ জানায়।

'মসিও মোরে,' মালিগান বলে, 'ফরাসি ভাষায় আয়ারল্যান্ডের তরুণদের যৌনতার শিক্ষা দেয়। আমি ওখানে থাকব। আয়, কিঞ্চ, কবিদের পানের সময় এখন। তোর হাঁটতে অসুবিধা হবে না তো?'

হাসতে হাসতে, মালিগান...

মদ টানতে টানতে রাত এগারোটা বাজে, স্টিভেন ভাবে। আমাদের আইরিশ সন্ধ্যার আমোদপ্রমোদ।

ভাঁড়...

স্টিভেন একটা ভাঁড়কে অনুসরণ করে।

আর ভাবতে থাকে, ভবিষ্যতে মনে হবে, এক দিন জাতীয় গ্রন্থাগারে আমরা আলোচনা করেছিলাম। শেক্স। তারপর। তাকে অনুসরণ করেছিলাম, ভাঁড়ের মতো। আমি ঠিক তার পেছনে ছিলাম।

স্টিভেন বিদায় নেয়, সহসা বিষণ্নবোধ করে, আর একটা কদাকার ভাঁড়কে অনুসরণ করতে থাকে, একটা পরিপাটি চুলের মাথা, নতুন কাটা চুল। খিলানযুক্ত কক্ষ থেকে ভাঁড়টা বের হয়, উজ্জ্বল আলোয়, একটা অর্থহীন দিনে।

স্টিভেন ভাবে: আমি কি জানলাম? ওদের সম্পর্কে? আমার সম্পর্কে?

এখন হেইন্সের মতো হাঁটি।

গ্রন্থাগারের মধ্যে সাধারণ পাঠকদের কক্ষগুলি। গেটে রেজিস্টারে ক্যাশেল বয়েল ও'কনর ফিট্জমরিস টিসড্যাল ফ্যারেল তার বিশাল নামের সইয়ের শেষে লম্বা টান মারে। কারও কণ্ঠ শোনা যায়: হ্যামলেট কি পাগল ছিল? উল্টানো কানাযুক্ত হ্যাট পরা গ্রন্থাগারিক লিস্টারের মিষ্টি কুমড়ার মতো অমায়িক ধার্মিক মাথা একটা অল্পবয়সী পাদ্রির সাথে বই নিয়ে কথা বলে।

'ও, অবশ্যই, জনাব... আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব...'

বাক মালিগান সানন্দে নিজে নিজে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে:

'একটা পরিতৃপ্ত পাছা।'

বিয়ারিংয়ের উপর ঘোরা ফটক।

ওটা কি এমা ক্লিয়ারি, যাকে দেখে এক সময় আমার বুক কাঁপত?... স্টিভেন ভাবে। নীল ফিতা যুক্ত হ্যাট... অলসভাবে লিখছে... কী? ও কী দেখতে এ রকম ছিল?...

বাঁকা বারান্দা: মসৃণভাবে নিচের দিকে নামে, যেন ভার্জিলের বাড়ির পাশের মিঞ্চিয়ো নদী।

পোংডা মালিগান, প্রশস্ত হ্যাটের নিচে, এক কদম এক কদম করে, হেলতেদুলতে, গাইতে গাইতে, এগোয়:

*জন এগলিন্টন, বড় খোকা, জন মিয়া,*

*কেন রে তুই করবি না বিয়া?*

মালিগান বাতাসের কাছে বিড়বিড় করে বলে:

'ওরে, থুতনিহীন চিনের মানুষ! চিন চং এগ লিন টন। আমি আর হেইন্স লোয়ার অ্যাবে স্ট্রিটের ছোট থিয়েটার হলটায় গিয়েছিলাম। আমাদের অভিনেতারা ইইরোপের জন্য এক নতুন শিল্প সৃষ্টি করছে, গ্রিকদের মতো, কিংবা বেলজিয়ানদের মতো, যাদের মধ্যে আছে মরিস মায়টেরলিংক। আমাদের অ্যাবে থিয়েটার। ওরা পারবে না। পাদ্রিদের বাধা আসবে। আমি তাদের বিচির ঘামের গন্ধ পাচ্ছি।

মালিগান সব দিকে থুথু ফেলে।

বলতে ভুলে গেছি, স্টিভেন ভাবে: চারণ যা সবচেয়ে বেশি ভুলে গেছে: স্যার টমাস লুসির কশাঘাত, লুসির খামারে ঢুকে শিকার করার জন্য। তার পর চারণ ত্রিশ বছর বয়সী অ্যানকে বাড়িতে ফেলে রেখে লন্ডন চলে আসে। তারপর তাদের কেন আর কোনও সন্তান হল না? আর সবচেয়ে বড় কথা হল প্রথম সন্তান কেন মেয়ে হল?

অনেক দেরিতে মনে পড়ল। আমার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই কথাগুলি বলা দরকার ছিল। ফিরে যাব নাকি।

জেদি সন্ন্যাসী লিস্টার এখনও ভেতরে (সাথে তার খানাও আছে)। ওই যে মিষ্টি বালক বেস্ট, কামনার পাত্র, মাথায় ফিডোর লাল চুল, যাতে সক্রেটিস বিলি কেটেছিল।

উম...আমি একটু ইহ্...চেয়েছিলাম... আমি ভুলে গেছি... সে...

'লংগওয়ার্থ আর এম'কার্ডি অ্যাটকিনসন ওখানে ছিল...'

পোংডা মালিগানের পা সাবলিলভাবে নাচে আর ইয়েটসের একটা কবিতা নকল করে গুনগুন গায়:

*খারাপ পাড়ার চিৎকার প্রায় শুনিই না*

*ইংরেজ সিপাহীর গলা তা-ও কানে ঢোকে না*

*মনে পড়ে সারাক্ষণ*

*এফ. মে'কার্ডি অ্যাটকিনসন,*

*আর তার নকল পা*

*পরনে ছোট রঙিন ঘাঘরা*

*যে কখনও সাহস করেনি মেটাতে তৃষ্ণার সুখ,*

*ম্যাগি, যার ছিল থুতনিবিহীন মুখ।*

*দাম্পত্যের ভয়ে ভীত*

*ওরা স্বমেহন করে অবিরত।*

মজা করে যা, স্টিভেন ভাবে। নিজেকে চেন্।

ভাঁড় মালিগান থেমে, আমার সামনে, উৎসুক চোখ আমার দিকে চায়। আমি থামি।

'অবসাদগ্রস্ত অভিনেতা,' বাক মালিগান গোঙায়। 'নাট্যকার সিঙ্গ কালো রং পরা ছেড়েছে যাতে তাকে আরও সাবলিল দেখায়। শুধু কোকিল, পাদ্রি, আর বিলাতি কয়লা হল কালো।'

মালিগানের ঠোঁটের উপর একটা হাসি চলাচল করে।

'গিবত গাওয়া বুড়ি অগাস্তা গ্রেগরির রচনার উপর যা লিখলি তা পড়ে লংগওয়ার্থ খুব মন খারাপ করেছে,' মালিগান বলে। 'তুই যেন ধর্মত্যাগকারিদের খুঁজে খুঁজে বের করে শায়েস্তা করা এক মদ্যপ কট্টর ইহুদি! বুড়ি তোকে লংগওয়ার্থের পত্রিকায় কাজটা দিল আর তুই তার উপর কুত্তা লেলিয়ে দিলি যার লালা গিয়ে পড়ল জিশু কুমারের উপর। তুইতো সমালোচনাটা ইয়েটসের কায়দায়ও করতে পারতিস।'

মালিগান বারান্দার ঢালু পথ ধরে সামনের দিকে যায়, গাল বাঁকা করে, সাবলিলভাবে হাত নেড়ে, বলতে বলতে:

'ইয়েটস লিখেছে আমার সময়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে সুন্দর যে বইটা বের হয়েছে তা হল ল্যাডি গ্রেগরির এই বইটা। এটা আমাদের হোমারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তুই কী লিখেছিস?'

মালিগানের ঠোঁট থেকে একটা হাসি বের হয়।

সে সিঁড়ির নিচে এসে থামে।

'আমি একটা নাটকের কথা ভেবেছি, আমাদের ভাঁড়দের উপযুক্ত,' সে গুরুগম্ভীর হয়ে বলে।

গ্রন্থাগারের নিচের তলার স্প্যানিশ মুসলমান মুর্দের কায়দায় বানানো হলটা নিষ্প্রভ দেখায়, খাম্বাগুলির ছায়া একটা আর একটার সাথে লেগে আছে। আলহামরার হল-ঘরে মাথায় জীর্ণ টুপি পরা নয় জন মুর পুরুষের নাচের আবহ কবে শেষ হয়ে গেছে চিরকালের জন্য, স্টিভেন ভাবে।

মিষ্টি করে গলা উঠিয়ে আর নামিয়ে বাক মালিগান ওর হাতের চিরকুটটা পড়ে, যেন মুসা নবি তার শিলাখণ্ড থেকে পড়ছে: 'নাটকের নাম *প্রত্যেক পুরুষের তার নিজের স্ত্রী অথবা হাতের সাথে মধুযামিনী ( তিন রাগমোচনের একটা জাতীয় অনৈতিকতা)*, লিখেছে অণ্ডকোষধারী মালিগান।'

সে স্টিভেনের দিকে তামাসাকারীর হাসি ছোঁড়ে আর বলে:

'মুখোশটা খুব পাতলা। তারপরও শোন।

সে পড়ে, *বাজনা বাজাও:*

'চরিত্রসমূহ:

*স্বমেহনী টবি (জিনিস ক্ষয়ে যাওয়া মাল)*

*খিস্তিকারী ক্র্যাব (যে অঙ্গরূহ মুঠ করে ধরে)*

*মেডিকেল ডিক আর মেডিকেল ড্যাভি (এক ঢিলে দুই পাখী)*

*মাদার গ্রগান (পানিবাহক)*

*ফ্রেশ নেল্লি (তাজা ফুল বিক্রেতা)*

*এবং*

*রোস্যালি (বন্দরের বেশ্যা)'*

মালিগান হাসে, এ-পাশ ও-পাশ মাথা দুলিয়ে, হাঁটতে থাকে, আর স্টিভেন তাকে অনুসরণ করে: আর উচ্ছল হয়ে সে পথচারীদের ছায়া, মানুষের আত্মাকে বলে:

'আহারে, ওই রাতে, ক্যামডেন হলে, যখন দেশপ্রেমী সংগঠন ইরিনের মেয়েদের তাদের ঘাঘরা তুলে ধরতে হয়েছিল তোর উপর দিয়ে পা ফেলার জন্য যখন তুই তোর লাল, তুঁতের রঙের, নানা রঙে রঙিন, নানা উপাদানের বমির উপর শুয়ে ছিলি!'

'সবচেয়ে নিষ্পাপ দেশপ্রেমিক সন্তান,' স্টিভেন বলে, 'যার জন্য ওরা ঘাঘরাগুলি তুলে ধরেছিল।'

দরজার ভেতর থেকে বের হওয়ার সময়, পেছনে কেউ দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে, স্টিভেন পথের এক পাশে দাঁড়ায়।

ছেড়ে যাই। মালিগানকে। এটা উপযুক্ত মুহূর্ত। কিন্তু কোথায় যাব? যদি সক্রেটিস তার দরজা খোলে, যদি জুডাস আজ রাতে বের হয়। তাতে কী? সামনে সে অবশ্যম্ভাবীভাবে অপেক্ষা করছে, যাকে আমার মোকাবেলা করতেই হবে।

আমার চারণ: তার চারণ যে আমাকে মোকাবেলা করে। আমরা বুঝি অডিসিয়াসের পথের দুই পাশে দুই মহাদৈত্য: সিলা ও ক্যারিবডিস।

এক লোক তাদের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে যায়, হ্যালো বলে, ভদ্রতায় মাথা নুয়ে।

'শুভ দিন, আবারও,' বাক মালিগান বলে।

গ্রন্থাগারের এই দহলিজ।

ছোটবেলায়, স্টিভেন স্মরণ করে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওই পাখিগুলির ওড়া দেখেছি, যাদের মনে হয়েছে আমার ভাগ্যাকাশে শুভ আর অশুভর প্রতীক। আর বুকে শিহরণ নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ অনুমান করার চেষ্টা করেছি। ভাবছিলাম শিল্প, প্রেম আর সৌন্দর্যের আইরিশ দেবতা এঙ্গাসের কথা যার সাথে পাখির সম্পর্ক ছিল। পাখিরা আসে যায়। গত রাতে স্পপ্নে দেখলাম আমি উড়ছি। খুব সহজে। মানুষেরা বিস্ময়ে আমার দিকে চায়। তারপর একটা রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম যার দুই ধারে পতিতাদের সারি। একটা লোক আমার দিকে এক টুকরা মাখন মাখানো তরমুজ ছুঁড়ে মারে। ভেতরে এসো। দেখবে, সে বলে।

'ভ্রাম্যমাণ ইহুদি,' বাক মালিগান তার ভাঁড়ের আতঙ্কবিদ্ধ গলায় ফিসফিস করে বলে। 'তুই তার চোখ দেখেছিস? সে তোর দিকে কামুকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। আমি তোমাকে ভয় পাই, হে কোলেরিজের প্রবীণ নাবিক। কিঞ্চ, তোর সর্বনাশ হতে চলেছে। প্যান্টের পেছনে ঢিবা লাগা।'

এ হল মালিগানের অক্সেফোর্ড থেকে নিয়ে আসা ঋষভীয় আচরণ।

দিনের আলো। সূর্য উঠেছে খিলানযুক্ত সেতুর উপর, কাছে একটা ঠেলাগাড়ি।

কালো কোট পরা একটা পিঠ ওদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে, চিতাবাঘের মতো পদক্ষেপে, গ্রন্থাগারের বাইরের ফটকের দিকে, লোহার শিকের তৈরি কাঁটাযুক্ত রেলিংয়ের নিচে।

স্টিভেন আর মালিগান তাকে অনুসরণ করে।

মালিগানের বাচ্চা, আমাকে আরও অপমান কর্, স্টিভেন মনে মনে বলে। বলে যা।

হালকা বাতাস কিলডেয়ার স্ট্রিটের বাড়িগুলির কোনায় কোনায় বাড়ি খায়। আকাশে কোনও পাখি নাই। ছাদগুলি থেকে দুটি হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভাঙতে ভাঙতে আকাশে ওঠে, আর নরম হয়ে এঁকেবেঁকে হালকা ভাবে বইতে থাকে।

জাদুকরী সার্সি রাজা অডিসিয়াসকে বলেছিল, শোনো বাছা, সিলা আর ক্যারিবডিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বেশি জোরজুরি কোরো না, স্টিভেন স্মরণ করে। *সিম্বেলিন* নাটকে চারণের লেখা প্রাচীন আইরিশ পাদ্রিদের শান্তি: পবিত্র পাদ্রিরা: এই বিরাট বিশ্বের, যা নিজেই একটা বেদি। স্টিভেনের মনে পড়ে চারণের লেখা *সিম্বেলিন* নাটকের শেষের দিকের একটা বাক্য।

*সব প্রশংসা দেবতাদের*
*আমাদের কোরবানির প্রসাদের ধোঁয়ার কুণ্ডলি তাদের নাকে পৌঁছতে দাও*
*আমাদের পবিত্র বেদিগুলি থেকে ওঠা ধোঁয়া।*